আকায়েদে আহলে সুন্নাহ

(ফিতনা ফাসাদের মোকাবেলায়
আমাদের সঠিক আকিদা)

১ম খন্ড

গ্রন্থনায় ও সংকলনে:
মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ বাহাদুর

আকায়েদে আহলে সুন্নাহ

(ফিতনা ফাসাদের মোকাবেলায় আমাদের সঠিক আক্বিদা)

(১ম খণ্ড)

Click Here

www.sahihaqeedah.com

গ্রন্থনা ও সংকলনে

মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ বাহাদুর

www.sunni-encyclopedia.blogspot.com

সম্পাদনায়

মুফতি মাওলানা আলাউদ্দিন জিহাদী (মা.জি.আ.)

PDF by Masum Billah Sunny

পৃষ্ঠপোষকতা

ক্বাদেরীয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরীয়া খানকা শরিফ, অনন্তপুর, হোমনা, কুমিল্লা।

প্রকাশনায়

আল-মদিনা প্রকাশনী

১০৫, শাহী জামে মসজিদ (২য় তলা) আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

মোবাইল ঃ ০১৮১৯৫১৩১৬৩

আকায়েদে আহলে সুন্নাহ

(ফিতনা ফাসাদের মোকাবেলায় আমাদের সঠিক আক্বিদা)

গ্রন্থনা ও সংকলনে ঃ

মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ বাহাদুর

মোবাইল ঃ ০১৭২৩৯৩৩৩৯৬

সম্পাদনায় ঃ

মুফতি মাওলানা আলাউদ্দিন জিহাদী (মা.জি.আ.)

নিরীক্ষণে ঃ

আল্লামা মুফতি আলী আকবার (মা.জি.আ)

ইসলামী লেখক ও গবেষক।

উৎসর্গ ঃ

আমার শ্রদ্ধেয় দাদা মুহাম্মদ আব্দুল মাজিদ (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি)'র মাগফিরাত কামনায়।

গ্রন্থস্বত্ব ঃ লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত।

নাম করণে ঃ সৈয়দা হাবিবুন্নেছা দুলন।

প্রথম প্রকাশ ঃ

২০ নভেম্বর, ২০১৫ইং

পরিবেশনায় ঃ ইমাম আযম (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) রিসার্চ সেন্টার, বাংলাদেশ।

পৃষ্ঠপোষকতা ঃ

ক্বাদেরীয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরীয়া খানকা শরিফ, অনন্তপুর, হোমনা, কুমিল্লা।

প্রকাশনায় ঃ

আল-মদিনা প্রকাশনী

১০৫, শাহী জামে মসজিদ (২য় তলা) আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

শুভেচ্ছা হাদিয়া ৪০/= টাকা মাত্র

যোগাযোগ ঃ দেশ-বিদেশের যে কোন স্থানে বিভিন্ন সার্ভিসের মাধ্যমে কিতাবটি সংগ্রহ করতে মোবাইল ঃ ০১৮৪২- ৯৩৩৩৯৬

ভূমিকা

আল্লাহ তা'য়ালার মহান দরবারে অসংখ্য কৃতজ্ঞতাসহ সিজদা আদায়ের পর, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম উপঢৌকন মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পুণ্যময় চরণে লক্ষ কোটি দরুদ ও সালাম পেশ করছি। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আমার এই পুস্তকে অতীব গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ের উপর আলোকপাত করছি, যে বিষয়গুলি যুগযুগ ধরে সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সত্য বলে বিশ্বাস স্থাপিত হয়ে এসেছে,যা কোরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের ভিত্তিতে সত্য আক্বিদার সপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণাদী থাকায় সূর্যের আলোর ন্যায় পরিষ্কার ছিলো আম জনতার নিকট এ সব বিষয় যেমন, আল্লাহ তা'য়ালা আকার-আকৃতি থেকে মুক্ত, নবিজির ইলম গায়ব ও নূরের সৃষ্টি হওয়া, তিনি হাযির-নাযির, হায়াতুন্নবী (ﷺ), আমাদের সব কিছু দেখেন, ওলীগণ জীবিত, তাঁদের কারামাত সত্য ইত্যাদি। আধুনিক সভ্যতার এই যুগে এসে কিছু কথিত জ্ঞানপাপী এ সব দীপ্তমান আক্বিদার বিষয়গুলির প্রতি নানা অভিযোগ উত্থাপন করে সরলমনা মুসলিম জাতিকে বিভ্রান্ত করছে প্রতিনিয়ত। সেসব বিভ্রান্তি থেকে সহজ সরল মুসলমানদের সতর্কতার লক্ষ্যে আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। আমার স্নেহের বোন সৈয়দা হাবিবুন্নেছা দুলন এ পুস্তকের নামকরণ করেছে ***"ফিতনা ফাসাদের মোকাবেলায় আমাদের সঠিক আক্বিদা"***। গ্রন্থাকারে রূপদেয়ার পর বইজুড়ে অনুপম নজর দিয়ে আমাকে চিরদিনের জন্য কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করে রেখেছেন, জামানার মুফতিয়ে আযম, আমার পরম শ্রদ্ধেয় উস্তাদ হযরতুলহাজ্ব আল্লামা মুফতি আবদুল ওয়াজেদ আল-কাদেরী ও আল্লামা মুফতি আলী আকবার (মা.জি.আ)। বইয়ের বাংলা বানান সংশোধনীতে কৃতার্থ করেছে, মাওলানা আবদুল আজিজ রজভী ও মুহাম্মদ মাহবুব আলম মজুমদার- এ দুই ভাই।

প্রিয় পাঠক! আশা করি, নাতিদীর্ঘ এই পুস্তকটি পরোপুরি পড়ে বিবেকের আদালতে মুখোমুখি হবেন। এতে আপনার অন্তর চক্ষু খোলে যাবে, ইনশাআল্লাহ! সফলতার মুখ দেখবে আমার পরিশ্রম।

অধম রচয়িতা মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ বাহাদুর
তারিখ.১৫.১০.১৫ইং

আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জা'মাআতই একমাত্র নাযাত প্রাপ্ত দল

প্রায় দেড় হাজার বছর গত হয়ে গেল ইসলাম ধর্ম এ পৃথিবীতে এসেছে। এর মধ্যে অনেক বিপদাপদের মোকাবেলা করতে হয়েছে এ পবিত্র ধর্মকে। হুযুর (ﷺ)'র সুশোভিত এ উদ্যানের উপর দিয়ে অনেক প্রলয়ঙ্করী ঝড়-তুফান বয়ে গেছে। কিন্তু খোদার লাখো শুকরিয়া যে, এ বাগান পূর্ববৎ সজীব ও প্রাণবন্ত রয়েছে। এ ধর্ম কখনো কুখ্যাত ইয়াযিদের শাসনামলে মেঘাচ্ছন্ন হয়েছে, কখনও হাজ্জাজের আমলের নির্যাতনে ধূলিধূসরিত হয়েছে, কখনো খলিফা মামুনের আমলে বাতিল পন্থীদের আক্রমণের শিকার হয়েছে, আবার কখনও তাতারীরা বীর-বিক্রমে এর উপর প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে, আবার কখনও খারেজিদের সাথেও মোকাবেলা করতে হয়েছে। রাফেজিরাও একে সমূলে ধ্বংসের নীল নকশা তৈরী করেছিল। বর্তমান শতাব্দীতে আহলে হাদিস ও দেওবন্দী ফিতনাও ইসলামকে বিনাশ সাধনের জন্য ইসলামকে কেচি দ্বারা থ্রি কোয়ার্টার প্যান্টের মত ছোট করতে শুরু করেছে। কিন্তু ইসলাম এমন এক স্থির পাহাড়, যার সম্মুখে কোন শক্তিই টিকে থাকতে পারেনি। এটা যেমন ছিল তেমনই মজবুত রয়েছে। আর যতগুলো বাতিল দলই উদ্ভাবিত হোক না কেন সকল বাতিল মতবাদের মুখোশ উন্মোচনে তার থেকে একটি হকপন্থি সত্যান্বেষী দল কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে, যারা রাসূল (ﷺ) এবং তাঁর সাহাবিগণ এবং সলফে সালেহিনের আক্বিদা, আমল, মত এবং পথের উপর প্রতিষ্ঠিত। সে দলের নাম হলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত।

কুরআনের আলোকে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের পরিচয়

আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনের সূরা আলে-ইমরানের ১০৬ নং আয়াতে বলেছেন-

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

-"সেদিন (কিয়ামতের দিন) কোন কোন মুখ উজ্জ্বল হবে, আর কোন কোন মুখ হবে কালো। বস্তুত যাদের মুখ কালো হবে, তাদরেকে বলা হবে তোমরা কি ঈমান আনার পর কাফির হয়ে গিয়েছিলে? এবার সে কুফুরির বিনিময়ে আযাবের স্বাদ আস্বাদন করো।"

আল্লামা ইবনে কাসির (রহ.) পবিত্র কোরআনের এ আয়াতের ব্যাখ্যায় সাহাবি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)'র উক্তি বর্ণনা করেছেন-

وَتَبْيَضُّ وُجُوهُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

-"কিয়ামতের দিন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মুখ উজ্জ্বল হবে।"[১] বুঝা গেল সাহাবিদের যুগ থেকেই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আলোচনা ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে এবং যে দলের সফলতার ইঙ্গিত বহন করে পবিত্র কোরআন। ইমাম ইবনে আবি

১.ইবনে কাসির, তাফসীরে ইবনে কাসীর, ২/৭৯পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪১৯হি.

হাতেম (ওফাত.৩২৭হি.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় সনদ সহ একটি হাদিস সংকলন করেন এভাবে-

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ قَالَ: تَبْيَضُّ وُجُوهُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ.

-"হযরত সাঈদ ইবনে যুবাইর () হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস () হতে বর্ণনা করেন...কিয়ামতের দিন যাদের মুখ উজ্জ্বল হবে তারাই হলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত।"[২] এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতী (ওফাত.৯১১হি.) বলেন-

وَأخرج ابْن أبي حَاتِم وَأَبُو نصر فِي الْإِبَانَة والخطيب فِي تَارِيخه واللالكائي فِي السّنة عَن ابْن عَبَّاس فِي هَذِه الْآيَة قَالَ {تبيض وُجُوه وَتسود وُجُوه} قَالَ تبيض وُجُوه أهل السّنة وَالْجَمَاعَة وَتسود وُجُوه أهل الْبدع والضلالة

-"ইমাম আবু হাতেম তার তাফসীরে, আবু নছর তার ইবানাত গ্রন্থে, খতিবে বাগদাদী তাঁর তারিখে বাগদাদে, লালকায়ী তাঁর সুন্নাহ বলেন গ্রন্থে কিয়ামতের দিন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মুখ উজ্জ্বল হবে এবং আহলে বিদআতি বা দ্বীন থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মুখ কালো হবে।"[৩] এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (ওফাত.৯১১হি.) আরও বর্ণনা করেন-

وَأخرج الْخَطِيب فِي رُوَاة مَالك والديلمي عَن ابْن عمر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي قَوْله تَعَالَى {يَوْم تبيض وُجُوه وَتسود وُجُوه} قَالَ: تبيض وُجُوه أهل السّنة وَتسود وُجُوه أهل الْبدع

-"ইমাম খতিবে বাগদাদি তাঁর তারিখে বাগদাদে, ইমাম মালেক, ইমাম দায়লামী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর () হতে এ আয়াতের ব্যাখ্যা স্বরূপ বর্ণনা করেন যে, কিয়ামতের দিন যাদের মুখ উজ্জ্বল হবে তারাই হলো আহলে সুন্নাহ (জামাত)। আর আহলে বিদআতী বা দ্বীন থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মুখ কালো হবে।"[৪] এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতি (ওফাত.৯১১হি.) আরও বর্ণনা করেন-

وَأخرج أَبُو نصر السجْزِي فِي الْإِبَانَة عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَرَأَ {يَوْم تبيض وُجُوه وَتسود وُجُوه} قَالَ: تبيض وُجُوه أهل الْجَمَاعَات وَالسّنة وَتسود وُجُوه أهل الْبدع والأهواء

---

২. ইমাম আবি হাতেম, আত্-তাফসীর, ৩/৭২৯পৃ. হাদিস, ৩৯৫০, ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী, তাফসীরে আদ্-দুররুল মানসূর, ২/২৯১পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

৩. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী, তাফসীরে আদ্-দুররুল মানসূর, ২/২৯১পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

৪. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী, তাফসীরে দুররুল মানসূর, ২/২৯১পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, তাহের পাটনী, তাযকিরাতুল মাওদ্বুআত, ১/৮৪পৃ.

-" ইমাম আবু নছর আল-সায্যি (রহ.) তার আল-ইবানাত গ্রন্থে, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে এ আয়াতের ব্যাখ্যাস্বরূপ বর্ণনা করেন যে, কিয়ামতের দিন যাদের মুখ উজ্জল হবে তারাই হলো আহলে জামাত অর্থাৎ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত, আর আহলে বিদআতী বা ও দ্বীন থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের এবং যাদের মধ্যে প্রবৃত্তিপূজা থাকবে তাদের মুখ কালো হবে।"[৫]

আহলে হাদিসদের ইমাম শাওকানী এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেন-

وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، وَالْخَطِيبُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ قَالَ: تَبْيَضُّ وُجُوهُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالضَّلَالَةِ.

-" কিয়ামতের দিন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মুখ উজ্জ্বল হবে এবং বিদআতী ও দ্বীন থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মুখ কালো হবে (যাদেরকে আহলুল বিদআত ওয়াল ফুরকা বলা হয়)।"[৬] ইমাম দায়লামী (রহ.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন-

{يَوْم تبيض وُجُوه وَتسود وُجُوه} تبيض وُجُوه أهل السّنة وَتسود وُجُوه أهل الْبدع

-"এ আয়াতের ব্যাখ্যাস্বরূপ বর্ণনা করেন যে, কিয়ামতের দিন যাঁদের মুখ উজ্জ্বল হবে তারাই হলো আহলে সুন্নাহ (জামাত)। আর আহলে বিদআতি বা দ্বীন থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মুখ কালো হবে।"[৭] আহলে হাদিসদের ইমাম ইবনে তাইমিয়া এ আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন-

قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة.

-"হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, কিয়ামতের দিন যাদের মুখ উজ্জ্বল হবে তারাই হল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এবং বিদআতী ও দ্বীন থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মুখ কালো হবে (তাদেরকে আহলুল বিদআত ওয়াল ফুরকা বলা হয়)।"[৮]

হাদিসের আলোকে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের প্রমাণ

হযরত ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন-"আমার উম্মতের মধ্যে সে সমস্ত জিনিসের আবির্ভাব ঘটবে, যা বনী ইসরালের মধ্যে ছিল। দু'টি জুতার একটি অপরটির সাথে যেমন মিল থাকে। এমনকি বনী ইসরাঈলের কেউ যদি প্রকাশ্যে মায়ের সাথে যিনা করে, তবে আমার উম্মতের মধ্যেও এমন লোকের আবির্ভাব হবে, যে তা করবে। নিশ্চয় বনী ইসরাঈল বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে এবং আমার উম্মত

---

৫. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী, তাফসীরে দুররুল মানসূর, ২/২৯১পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, ইমাম আবি হাতেম, আত্-তাফসীর, ৩/৭২৯পৃ.

৬. শাওকানী, ফতহুল ক্বদীর, ১/৪২৫পৃ. দারু ইবনে কাসির, দামেস্ক, বয়রুত, প্রকাশ.১৪১৪হি.

৭.ইমাম দায়লামী, আল-ফিরদাউস, ৫/৫২৯পৃ. হাদিস, ৮৯৮৬

৮.ইবনে তাইমিয়া, মুস্তাদরাক আ'লা মাজমাউল ফাত্ওয়া, ২/২৫২পৃ. (শামিলা)

তিয়াত্তার দলে বিভক্ত হবে। তাদের সকলেই জাহান্নামে যাবে তবে একটি দল ব্যতীত। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, তারা কারা? রাসূল (ﷺ) উত্তর দিলেন, قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وأصحابي - "আমি এবং আমার সাহাবার আদর্শের ওপর যারা প্রতিষ্ঠিত থাকবে।"[৯] এ হাদিসের ব্যাখ্যায় আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন-

فَلَا شَكَّ وَلَا رَيْبَ أَنَّهُمْ هُمْ أَهْلُ السُّنَّة وَالْجَمَاعَة

-"এতে কোন সন্দেহ নেই যে, নাযাতপ্রাপ্ত দলটিই হলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত।"[১০] আল্লামা ইমাম ইরাকী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন-

أهل السّنة وَالْجَمَاعَة -"এটাই হলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত।"[১১] বিখ্যাত তাফসিরকারক আল্লামা ইসমাঈল হাক্কি (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এ হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন- وفرقة ناجية وهم اهل السنة والجماعة -"নাযাতপ্রাপ্ত দলই হলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত।"[১২] আহলে হাদিসদের মুহাদ্দিস মোবারকপুরী এ হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন-

ولا شك أنهم أهل السنة والجماعة. -"এতে কোন সন্দেহ নেই নাযাত প্রাপ্ত দলটিই হলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত।"[১৩] এ বিষয়ে উপরের হাদিসের ন্যায় সাহাবি হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে আরেকটি সূত্র বর্ণিত এভাবে আছে যে, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন "তোমাদের পূর্বে আহলে কিতাব (ইহুদি ও খ্রিষ্টান) বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে। আর আমার উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ 'বাহাত্তর দল জাহান্নামে যাবে এবং একটি দল জান্নাতে যাবে। আর তারা হল জামাত অর্থাৎ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত।' আর আমার উম্মতের মাঝে এমন একদল লোকের আবির্ভাব হবে, যাদের মধ্যে প্রবৃত্তিপূজা এমনভাবে প্রবেশ করবে, যেমন জলাতঙ্ক রোগ, এ রোগ আক্রান্ত ব্যক্তির প্রতিটি শিরা-উপশিরায় প্রবেশ করে।"[১৪] আল্লামা শায়খ মাতুলী শা'রাভী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) {ওফাত.১৪১৮হি.}এ হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখেন-

---

৯. খতিব তিবরিযি, মিশকাতুল মাসাবিহ, ১/৬১পৃ. কিতাবুল ই'তিসাম বিস্-সুন্নাহ, হাদিস নং.১৬১, তিরমিযি, আস্-সুনান, ৫/২৬পৃ. হাদিস, ২৬৪১, আহলে হাদিস আলবানী সুনানে তিরমিযির তাহক্বীকে হাদিসটি 'হাসান' বলেছেন, তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ১৩/৩০পৃ. হাদিস, ৬২, ১৪/৫২পৃ. হাদিস, ১৪৬৪৬, মাকতুবাতু ইবনে তাইমিয়া, কাহেরা, মিশর, প্রকাশ.১৪১৫হি. বায়হাকি, ই'তিক্বাদ, ১/২৩৩পৃ. বাগভী, শরহে সুন্নাহ, ১/২১৩পৃ. হাদিস, ১০৪

১০. মোল্লা আলী ক্বারী, মেরকাত, ১/ ২৫৯পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রথম প্রকাশ.১৪২২হি.।

১১. ইমাম ইরাকী, তাখরীজে ইহইয়াউল উলূম, ১/ ১১৩৩পৃ. দারুল ইবনে হাযম, বয়রুত, লেবানন, প্রথম প্রকাশ.১৪২২হি.।

১২. ইসমাঈল হাক্কী, তাফসীরে রূহুল বায়ান, ১/১৩পৃ. সুরা ফাতেহার ব্যাখ্যা, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

১৩. মোবারকপুরী, মের'আতুল মাফাতিহ, ১/ ২৭৫পৃ.

১৪. খতিব তিবরিযি, মিশকাতুল মাসাবিহ, ১/৬১পৃ. কিতাবুল ই'তিসাম বিস্-সুন্নাহ, হাদিস নং.১৬২, মুসনাদে আহমদ,আবু দাউদ, আস্-সুনান, ৪/১৯৮পৃ. কিতাবুস্-সুন্নাহ, হাদিস, ৪৫৯৭, আহলে হাদিস আলবানী সুনানে আবি দাউদের তাহক্বীকে হাদিসটি 'হাসান' বলেছে কিন্তু পাগলের মত আবার মিশকাতে সহিহ বলেছে।

والجماعة: هم أهل السنة والجماعة
-"এখানে জামাত বলতে রাসূল (ﷺ) আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতকে বুঝিয়েছেন।"[১৫] এ হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম আব্দুর রউফ মানাভী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন-
والجماعة أي أهل السنة والجماعة-"এখানে জামাত বলতে রাসূল (ﷺ) আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতকে বুঝিয়েছেন।"[১৬] এ হাদিসের ব্যাখ্যায় তিনি আরও বলেন-
الفرقة الناجية هي أهل السنة والجماعة -"নাযাত প্রাপ্ত দলই হলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত।"[১৭] আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের আলেম আযিমাবাদী (ওফাত.১৩২৯হি.) এ হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন- هُمْ أهل السنة والجماعة وهي الفرقة الناجية -"এটা দ্বারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতকে বুঝানো হয়েছে, যা একমাত্র নাযাত প্রাপ্ত দল।"[১৮] আহলে হাদিস মোবারকপুরী (ওফাত.১৩৫৩হি.) এ হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন-
هُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَهِيَ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ -"এটা দ্বারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতকে বুঝানো হয়েছে, যা একমাত্র নাযাত প্রাপ্ত দল।"[১৯] এ ছাড়া এ বিষয়ে উপরের হাদিসের অনুরূপ সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) হতে আরেকটি সূত্র পাওয়া যায়।[২০]
ইমাম আবু লাইস সমরকন্দী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) {ওফাত.৩৭৩হি.} এ হাদিসটি কিছুটা মতন পরিবর্তন করে সংকলন করেন এভাবে-

قالوا: يا رسول الله ما هذه الواحدة؟ قال: أَهْلَ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ الَّذِي أنا عَلَيْهِ، وأَصْحَابِي
-"সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! নাযাতপ্রাপ্ত একমাত্র দল কোনটি? তিনি বললেন, তারা হলো আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জা'মাত যারা আমার এবং সাহাবিদের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত।"[২১] এ হাদিসে প্রমাণিত হলো যে রাসূল (ﷺ)'র মুখেই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের নাম উচ্চারিত হয়েছে বা প্রচলন ছিল।[২২]

---

১৫. শায়খ শারাভী, তাফসীরে শারাভী, ৭/৪০০২পৃ.।
১৬. মানাভী, ফয়যুল কাদীর, ২/২০পৃ. হাদিস ঃ ১২২৩, মাকতুবাতুল তাযারিয়াতুল কোবরা, মিশর, প্রকাশ.১৩৫৬হি.।
১৭. মানাভী, ফয়যুল কাদীর, ২/২০পৃ. হাদিস ঃ ১২২৩, মাকতুবাতুল তাযারিয়াতুল কোবরা, মিশর, প্রকাশ.১৩৫৬হি.।
১৮. আযিমাবাদী, শরহে সুনানে আবি দাউদ, ১২/২২৩পৃ.দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ.১৪১৫ হি.।
১৯. মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযি, ৭/৩৩২পৃ. ও মের'আতুল মাফাতিহ, ১/২৭১পৃ. ও ১.২৭৮পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।
২০. ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানী, হুলিয়াতুল আউলিয়া, ৯/১৩৮পৃ. দারু ইহইয়াউত্-তুরাসুল আরাবী, বয়রুত, লেবানন।
২১. ইমাম আবু লাইস সমরকন্দী, তাফসীরে বাহারুল উলূম, ১/৪৫৬পৃ. দারু ইহইয়াউত্-তুরাসুল আরাবী, বয়রুত, লেবানন।
২২. তার আরেকটি প্রমাণ পাওয়া যায় সাহাবিদের যুগেই এ সঠিক দলের প্রচলন ছিল যেমন আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বর্ণনা করেন-

এ সমস্ত হাদিসে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত দলের পরিচয় দেওয়া হয়েছে, যারা রাসূল (ﷺ) এবং সাহাবায়ে কেরামের আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আর রাসূল (ﷺ) এবং সাহাবিদের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত একমাত্র দল হলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত। এ ছাড়া যত সম্প্রদায় তথা রাফেযী, খারেজী, মুরযিয়া, কাদেরীয়া, জাহমিয়া, হারুরিয়া, শিয়া, আহলে হাদিস, কওমী-দেওবন্দী সকলেই ভ্রান্ত এবং পথভ্রষ্ট। হযরত মুয়াবিয়া বিন কুররাতা (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) তিনি তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন-

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ

-"আমার উম্মতের মাঝে একদল কিয়ামত পর্যন্ত (শত্রু পক্ষের উপর) সর্বদা সাহায্যপ্রাপ্ত থাকবে। যে তাদেরকে লাঞ্ছিত করতে চায়, সে তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।"[২৩] এ হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম কাযি আয়াজ মালেকী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) এবং ইমাম নববী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন-

قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ إِنَّمَا أَرَادَ أَحْمَدُ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَمَنْ يَعْتَقِدُ مَذْهَبَ أَهْلِ الْحَدِيثِ

-"ইমাম কাযি আয়ায (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, নিশ্চয় ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) এ হাদিস থেকে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতকে উদ্দেশ্য বা ইচ্ছা পোষণ করেছেন যারা হাদিস বিশারদগণের আক্বিদার উপর রয়েছেন।"[২৪] আল্লামা ইমাম বদরুদ্দীন আইনী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর ব্যাখ্যায় লিখেন-

وَقَالَ الإِمَام أَحْمد: إِن لم يَكُونُوا أهل الحَدِيث فَلَا أَدْرِي من هم. وَقَالَ القَاضِي عِيَاض: إِنَّمَا أَرَادَ الإِمَام أَحْمد أهل السّنة وَالْجَمَاعَة.

-"ইমাম আহমদ (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, যদি (সে দলের লোকেরা) তারা হাদিস বিশারদগণ না হয় তাহলে তাদের সম্পর্কে আমি জানি না। ইমাম কাযি আয়ায (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) (এ হাদিসে পাকের ব্যাখ্যায়) (এখানে তায়েফা বা একটি

سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ عَلَامَاتِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ؟ فَقَالَ: أَنْ تُحِبَّ الشَّيْخَيْنِ، وَلَا تَطْعَنَ الْخَتَنَيْنِ، وَتَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

-"হযরত আনাস বিন মালেক (رضي الله عنه) কে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আলামত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি বলেছেন- শায়খাইন অর্থাৎ হযরত আবু বকর ও উমর (رضي الله عنهما) কে মুহাব্বত করা। এবং হযরত আলী য ও হযরত উসমান (رضي الله عنهما)'র সমালোচনা না করা এবং চামড়ার মৌজাদ্বয়ের উপরে মাসেহ করা। (মোল্লা আলী ক্বারী, মিরকাত, ২/৪৭২পৃ.) এ রকম বর্ণনা হযরত ইবনে আব্বাস (رضي الله عنهما) এর পাওয়া যায় (তথ্য সূত্র ঃ মোল্লা জিওন, তাফসীরে আহমদিয়্যাহ তে সুরা আনআমের ১৫৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যায়। এ ছাড়া আমরা সুরা আলে ইমরানের ১০৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় আমরা বিস্তারিত আলোকপাত করবো।

২৩. ইমাম ইবনে মাযাহ, আস্-সুনান, ১/৪পৃ. হাদিস ঃ ৬, আবু নুয়াইম ইস্পাহানী, হুলিয়াতুল আউলিয়া, ৯/৩০৭পৃ. সহিহ ইবনে হিব্বান, হাদিস ঃ ৬৮৩৫, মুসনাদে আহমদ, হাদিস ঃ ৮২৭৪

২৪. ইমাম নাওয়াবী, শরহে মুসলিম, ১৩/৬৭পৃ. দারু ইহ্ইয়াউত-তুরাসুল আরাবী, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ.১৩৯২হি.

দল বলতে) আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতকেই উদ্দেশ্য বা ইচ্ছা পোষণ করেছেন।"[২৫] এ হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) (ওফাত.৯১১হি.) বলেন-

قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل فِي هَذِه الطَّائِفَة إِن لم يَكُونُوا هم أهل الحَدِيث فَلَا أَدْرِي من هم أخرجه الْحَاكِم فِي عُلُوم الحَدِيث قَالَ القَاضِي عِيَاض وَإِنَّمَا أَرَادَ أهل السّنة وَالْجَمَاعَة وَمن يعْتَقد مَذْهَب أهل الحَدِيث

-"ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ঐ দল সম্পর্কে বলেন যদি তারা হাদিস বিশারদগণ না হন তাহলে আমি তাদেরকে চিনি না। ইমাম হাকেম নিশাপুরী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তাঁর 'উলূমুল হাদিস' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, ইমাম কাযি আয়ায (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেছেন, (ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল) যারা হাদিস বিশারদগণের আক্বিদার উপরে তিনি তাদেরকেই আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাত বলে বুঝিয়েছেন।"[২৬] আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এ হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন- فَالْمُرَادُ بِهِمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. -"এখানে তায়েফা বা একদল দ্বারা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।"[২৭] আহলে হাদিস আযিমাবাদী (ওফাত.১৩২৯হি.) এ হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন-

وقال أحمد بن حنبل إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم– قال القاضي عياض إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث

-" ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ঐ দল সম্পর্কে বলেন যদি তারা হাদিস বিশারদগণ না হন তাহলে আমি তাদেরকে চিনি না। ইমাম কাযি আয়ায (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেছেন, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এখানে যারা হাদিস বিশারদগণের আক্বিদার উপরে রয়েছেন তথা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতকেই ইচ্ছা পোষণ বা উদ্দেশ্য করেছেন।"[২৮] আহলে হাদিস মোবারকপুরী (ওফাত.১৩৫৩হি.) এ হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন-

وَقَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ وأخرج الحاكم فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَحْمَدَ إِنْ لَمْ يَكُونُوا أَهْلَ الْحَدِيثِ فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ وَمِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ مِثْلُهُ انْتَهَى قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ إِنَّمَا أَرَادَ أَحْمَدُ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَمَنْ يَعْتَقِدُ مَذْهَبَ أَهْلِ الْحَدِيثِ

---

২৫. ইমাম বদরুদ্দীন আইনী, শরহে বুখারী, ২/৫২পৃ. এবং ১৬/১৬৪পৃ.দারু ইহ্ইয়াউত-তুরাসুল আরাবী, বয়রুত, লেবানন।

২৬. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী, শরহে সুনানে ইবনে মাযাহ, ১/২পৃ. (শামিলা)

২৭. ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী, মেরকাত, ৯/৪০৫২পৃ. হাদিস নং.৬২৯২, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ.১৪০৫ হি.

২৮.আযিমাবাদী, শরহে সুনানে আবি দাউদ, ৭/১১৭পৃ.দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ.১৪১৫ হি.

-"ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) তাঁর 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে এবং ইমাম হাকেম নিশাপুরী (রহ.) তার 'উলূমুল হাদিস' গ্রন্থে সহিহ সনদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন ঐ দল সম্পর্কে বলেন যদি তারা হাদিস বিশারদগণ না হন তাহলে আমি তাদেরকে চিনি না। বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ইয়াযিদ ইবনে হারুন (রহ.) ও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম কাযি আয়ায (রহ.) বলেছেন, (ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল) যারা হাদিস বিশারদগণের আক্বিদার উপরে রয়েছেন তিনি তাদেরকেই তথা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাত বলে উদ্ধেশ্য বা ইচ্ছা পোষণ করেছেন।"[২৯]

আল্লামা ইবনে কাসির দামেস্কী (রহ.) ও এ মত পেশ করেছেন যে, তায়েফা বা সে দলটি হলো আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাত।[৩০]

আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামাতের পরিচয় সম্পর্কে আল্লামা মায়দানী (রহ.) লিখেছেন-

أَهْلِ السُّنَّةِ السيرة والطريقة المحمدية و أَهْلِ الْجَمَاعَةِ من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم

-"আহলুস সুন্নাহ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, রাসূল (ﷺ)'র সীরাত এবং তাঁর তরিকার ওপর যারা প্রতিষ্ঠিত এবং আহলুল জামা'আত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যারা রাসূল (ﷺ)'র অনুসারী সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন এবং তাবে-তাবেয়ীগণের আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত।"(শরহে আক্বিদাতুত তাহাবী, পৃ.৪৪)

সদরুশ শরিয়া আল্লামা উবায়দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রহ.) লিখেন-

أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ هُمُ الذين والطريقهم طريقة الرسول وَأَصْحَابِهِ دون أَهْلِ الْبِدَعِ

-"যাঁদের তরিকা হলো, রাসূল (ﷺ) এবং সাহাবাবিদের তরিকা, তারাই হলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত এবং তারা কোন বিদআতী সম্প্রদায় নয়।[৩১] আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামাতের পরিচয় সম্পর্কে আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) বলেন-

أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَهُمُ الَّذِينَ طَرِيقَتُهُمْ كَطَرِيقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ–وَأَصْحَابِهِ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ –، دُونَ أَهْلِ الْبِدَعِ

-" যাদের তরিকা হলো, রাসূল (ﷺ) এবং সাহাবাবিগণের তরিকা, তারাই হলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত এবং তারা কোন বিদআতী সম্প্রদায় নয়।"[৩২]

আহলে হাদিসদের ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন-

---

২৯. মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযি, ৬/৩৬০পৃ.দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

৩০ . ইবনে কাসির, বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ৬/৭৩পৃ.দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন.প্রকাশ.১৪০৭হি. ।

৩১ . আল্লামা উবায়দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আত-তাওযীহ, ৩/৩৮পৃ.

৩২. ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী, মেরকাত, ৯/৪০৪৪পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রথম প্রকাশ.১৪২২হি।

والبدعة مقرونة بالْجَمَاعَةِ فيقال: أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ كما يقال اهل البدعة والفرقة

-"বিদআত শব্দটি ফিরকা' (বিচ্ছিন্নতাবাদ)'র সাথে সম্পর্কিত এবং সুন্নাত শব্দটি জামাত (বৃহত্তম) দলের সাথে সম্পর্কিত। যেমন বলা হয়ে থাকে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত এবং বলা হয়, আহলুল বিদআত ওয়াল ফিরকা।" (আল-ইস্তিমাতু, ১/৪২পৃ.) ইমাম তিরমিযি (রাহিমাহুল্লাহ) এক সঠিক মতটিকে উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেন-

وَهَكَذَا قَوْلُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ

-"আর এটিই আহলে ইলম তথা আহলু সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আক্বিদা।"[৩৩]

ইমাম জুরকানী (রাহিমাহুল্লাহ) একটি বিষয়কে হক প্রমাণে এবং বাতিলদের খণ্ডনে বলতে গিয়ে লিখেন- قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ -"আর এটিই আহলে ইলম (যারা ইলমে হাদিস ও ফিকহের অধিকারী) তথা আহলু সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আক্বিদা।"[৩৪]

আহলে হাদিসদের ইমাম শাওকানী এক পর্যায়ে আহলু সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতকে হক এভাবে লিখেন-

لِأَنَّ الْمَسْحَ ثَبَتَ بِالتَّوَاتُرِ وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

-"নিশ্চয় (জুতার উপর মোজা) মাসেহ করা মুতাওয়াতির পর্যায়ের হাদিস দ্বারা প্রমাণিত এবং আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাত এ বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন।"[৩৫] আহলে হাদিস মোবারকপুরী (ওফাত.১৩৫৩হি.) আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাত সম্পর্কে তার কিতাবের এক স্থানে লিখেন-

الشيخ الجيلاني في الغنية: وأما الفرقة الناجية فهي أهل السنة والجماعة.

-"বড় পীর হযরত শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'গুনিয়াতুত-ত্বালেবীন' এ লিখেন, আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতই হলো একমাত্র নাযাতপ্রাপ্ত দল।"[৩৬]

ইমাম খতিবে বাগদাদী (রাহিমাহুল্লাহ) একজন রাবির গ্রহণযোগ্যতা ও সে সঠিক আক্বিদায় বিশ্বাসী ছিল বলতে গিয়ে লিখেন-

وكان شيخا صالحا صدوقا من أهل السنة، معروفا بالخير،

-"তিনি হাদিসের শায়খ ছিলেন, সৎ, সত্যবাদী, আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আক্বিদায় বিশ্বাসী ছিলেন, পরিচিত ভালো ব্যক্তি ছিলেন।"[৩৭]

---

৩৩. তিরমিযি, আস্-সুনান, ৩/৪১পৃ.হাদিস ঃ ৬৬২.

৩৪ .জুরকানী, শরহে মুয়াত্তা, ৪/৬৬৩পৃ. আযিমাবাদী, শরহে সুনানে আবি দাউদ, ১৩/১৩পৃ.দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ.১৪১৫ হি.।

৩৫. শাওকানী, নায়লুল আউতার, ১/২৩১পৃ. দারুল হাদিস, মিশর, প্রকাশ.১৪১৩হি.

৩৬. মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযি, ৭/৩৩২পৃ.ও মের'আতুল মাফাতিহ, ১/২৭১পৃ.দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

৩৭. খতিবে বাগদাদ, তারীখে বাগদাদ, ৪/২২পৃ. ক্রমিক.১২৩৩. দারুল গুরুবুল ইসলামি, বয়রুত, লেবানন।

আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকায়েদের ইমাম কে ?

ইজতিহাদী ফিকহী শরিয়তের মাসআলার ক্ষেত্রে চার মাযহাবের যে কোনো ইমামের মতামতকে অনুসরণ করা অপরিহার্য। কিন্তু আক্বিদাগত ক্ষেত্রে সেটা ভিন্নতর। ফাত্ওয়ায়ে শামীর মুকাদ্দামায় উল্লেখ আছে–

(عَنْ مُعْتَقَدِنَا) اَىْ عَمَّا نَعْتَقِدُهُ مِنْ غَيْرِ الْمَسَائِلِ الْفَرْعِيَّةِ مِمَّا يَجِبُ اعْتِقَادُهُ عَلَه كُلِّ مُكَلَّفٍ بِلَا تَقْلِيْدٍ لِاَحَدٍ وَّهُوَ مَا عَلَيْهِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَهُمْ الْاَشَاعِرَةُ وَالْمَاتُرِيْدِيَّةُ.

-"শারয়ী আনুষঙ্গিক মাসাইল ব্যতীত যে সব বিষয়ে আমরা বিশ্বাস রাখি এবং কারো অনুসরণ ছাড়াই যে সমস্ত বিষয়ে বিশ্বাস রাখাটা প্রত্যেক মুকাল্লাফ (বালিগ ও বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি) এর জন্য ওয়াজিব, সেগুলো হলো, 'আকায়িদের সহিত সম্পৃক্ত বিষয়, যার ধারক ও বাহক হচ্ছে– আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত। তারা হলেন ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এবং ইমাম মাতুরীদি (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)।"[৩৮] এ বিষয়ে আরও কিছু ইমামদের মতামত নিম্নে দেয়া হলো- আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন-

كَمَا حَكَاهُ أَبُو الْحسن الْأَشْعَرِيّ وَغَيره من أهل السّنة وَالْجَمَاعَة

-"যেমন আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন এবং তার সাথে অন্যান্যগণ।"[৩৯] ইমাম তকী উদ্দিন সুবকী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) {ওফাত.৭৭১হি.} বলেন-

إِمَام أهل السّنة وَالْجَمَاعَة أبي الْحسن الْأَشْعَرِيّ - رَضِي الله عَنهُ

-"আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জা'আমাতের আকায়েদের ইমাম হলো ইমাম আবুল হাসান আশআরী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)।"[৪০] ইমাম তাহতাবী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন-

والمراد بالعلماء هم أهل السنة والجماعة وهم أتباع أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي رضي الله عنهما

-"ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এবং তাঁর সহযোগী হযরত আবুল মনসুর (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর আক্বিদার উপর যারা রয়েছেন।"[৪১] খাতেমাতুল মুহাক্কিকীন , ইমাম ইবনে আবেদীন শামী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন-

أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَهُمْ الْأَشَاعِرَةُ وَالْمَاتُرِيدِيَّةِ،

-"আক্বীদার ক্ষেত্রে আশআরী এবং মাতুরীদী আক্বীদা হলো আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের অর্ন্তভুক্ত।"[৪২] এ ব্যাপারে আল্লামা যুবাইদি (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন-

---

৩৮ .ইবনে আবেদীন শামী ঃ রুদ্দুল মুখতার ঃ বহসে তাকলীদ ঃ ১/৩৬ পৃ.

৩৯. মোবারকপুরী, মের'আতুল মাফাতিহ, ১/২৭৫পৃ.

৪০. তকি উদ্দিন সুবকি, রফেউল হিজাব, ১/২৬৮পৃ. দারুল আলামুল কিতাব, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ.১৯৯৯খৃ.

৪১. তাহতাবী, মারাকিল ফালাহ ১/৯পৃ. দারুল আলামুল কিতাব, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ.১৪১৮হি.

اذا اطلق السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فالمراد به الأشاعرة والماتريديه

-"যখন সাধারণভাবে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাত বলা হয়, তখন আশআরী এবং মাতুরীদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়।"[৪৩] ইমাম ইবনে হাজার মক্কী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন-

إِمَام أهل السّنة وَالْجَمَاعَة الشَّيْخ أَبُو الْحسن الْأَشْعَرِيّ

-"হযরত আবুল হাসান আশ'আরী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) হলেন আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের ইমাম।"[৪৪] ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন-

إِمَامُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ،

-"হযরত আবুল হাসান আশ'আরী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) হলেন আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জাম'আতের ইমাম।"[৪৫] ইমাম মাতুরিদী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) স্বয়ং বলেন- الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة - "ইমাম আশআরী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর আক্বিদা বা মতবাদে বিশ্বাসীরাই আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের অনুসারী।"[৪৬]

মাযহাব অস্বীকারকারীরা কি আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অনুসারী?

বর্তমানে নয় যুগযুগ ধরে অনেক বাতিল পন্থীরাও নিজেদেরকে আহলে সুন্নাহ বা হক পন্থী বলে দাবি করে আসছে। কিন্তু দেখতে হবে যে আহলে সুন্নাহের মূল নীতি অনুসারে সে আছে কিনা। এ কয়েক শতাব্দী ধরে একটি ফিতনা খুব প্রবল বেগে গজিয়ে উঠছে তাদের নাম আহলে হাদিস। তারাও সুযোগ বুঝে নিজেদেরকে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের অনুসারী বলে দাবি করে। কিন্তু আক্বিদা ও মূল নীতির ক্ষেত্রে তারা আহলে সুন্নাহ এর ধারেকাছেও নেই। তারা চার মাযহাব মানাকে অস্বীকার করে, অথচ অতীতের অসংখ্য উলামায়ে কেরামগণ একমত পোষণ করেছেন যে, চার মাযহাবকে অস্বীকারকারী আহলে সুন্নাহ থেকে খারিজ বা বাতিল পথভ্রষ্ট। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন-

هُوَ مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيرهم من أهل السّنة وَالْجَمَاعَة

-"চার মাযহাবের মুজতাহিদ ইমামগণ এবং অন্য মুজতাহিদ ফকিহ ইমামদের মাযহাব হলো আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাত।"[৪৭] এ প্রসঙ্গে আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন- وَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ مِنْ جُمْلَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، -"হানাফী মাযহাব হলো আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের অর্ন্তভুক্ত।"[৪৮] তাই বুঝা গেল যারা মাযহাব অস্বীকার করে তারা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অনুসারী নয়।

---

৪২. ইবনে আবেদীন শামী, রুদ্দুল মুখতার, ১/৪৯পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।
৪৩. আল্লামা যুবাইদি, ইত্তিহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন, ২/৬পৃ.
৪৪. ইবনে হাজার মক্কী, ফাতওয়ায়ে হাদিসিয়্যাহ, ১/৫২পৃ.
৪৫. ইমাম সুয়ূতী, আল-হাভীলিল ফাতওয়া, ২/২৪১পৃ.
৪৬. ইমাম মাতুরিদী, তাফসীরে মাতুরিদী, ১/১৫৭পৃ.
৪৭. আইনী, উমদাতুল ক্বারী, ২/২৩৮পৃ.
৪৮. মোল্লা আলী ক্বারী, মেরকাতুল মাফাতিহ, ৮/৩৩৭৪৮পৃ.

আল্লাহ সর্ম্পকে কিছু গূরুত্বপূর্ণ আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আক্বিদা

১.আল্লাহ আকার আকৃতি হতে মুক্ত-এটাই আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আক্বিদা, কেননা আকার আকৃতি থাকলে কেমন তার অবকাশ রাখে। মানুষ বা সৃষ্টি শুনতে কান, দেখতে চোখের প্রয়োজন পড়ে, কিন্তু স্রষ্টার জন্য মানুষের বা সৃষ্টির মত কোন কিছুই প্রয়োজন পড়ে না। স্রষ্টাকে সৃষ্টির সাথে তুলনা দেয়া কুফুরী। ইমাম তাহাভী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন-

وَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ بِمَعْنًى مِنْ مَعَانِي الْبَشَرِ فقد كفر-"যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'য়ালাকে মানবীয় গুণাবলী হতে কোন গুণের দ্বারা গুণান্বিত করবে সে কাফির।"[৪৯] ইমাম আবু হানিফা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন-

لَا يشبه شَيْئا من الْأَشْيَاء من خلقه وَلَا يُشبههُ شَيْء من خلقه–

-"আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর সৃষ্টির কোন বস্তুর মত নন, এমনকি তিনি কোনো সৃষ্টির মত নন।"[৫০] ইমাম কুরতুবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন-لَا يُشْبِهُ شَيْئًا مِنْ مَخْلُوقَاته وَلَا يُشَبَّهُ به،- "সৃষ্টির কিছুই আল্লাহর সাথে সাদৃশ্য নেই, এবং তিনিও কারও সদৃশ নন।" [৫১] মি'রাজে আল্লাহ্‌কে নবিজি দেখেছেন-তা সত্য; কিন্তু তিনি কোন আকৃতির কথা বর্ণনা করেননি। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন-

رَأَيْت رَبِّي عزوجل لَيْسَ كمثله شَيْءٌ-"আমি আমার রব আল্লাহ তা'য়ালাকে দেখেছি, তবে তার সাথে (সৃষ্টির) কোন সদৃশ্য বা তুলনা নেই।"[৫২] মহান রব তা'য়ালা ইরশাদ করেন-

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ-"তাঁর কোন দৃষ্টান্ত তথা উপমা নেই।"[৫৩] ইমাম বায়হাক্বী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন-

فَإِنَّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْنَا وَعَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَعْلَمَهُ: أَنَّ رَبَّنَا لَيْسَ بِذِي صُورَةٍ وَلَا هَيْئَةٍ، فَإِنَّ الصُّورَةَ تَقْتَضِي الْكَيْفِيَّةَ وَهِيَ عَنِ اللَّهِ وَعَنْ صِفَاتِهِ مَنْفِيَّةٌ،

-"নিশ্চয় আমাদের ও সকল মুসলমানের জানা অত্যাবশ্যক যে, আমাদের প্রভু আকৃতি ও অবয়ব বিশিষ্ট নহেন। কেননা, আকৃতি (الْكَيْفِيَّةَ) তথা 'কেমন' এর চাহিদা রাখে। অথচ কেমন প্রশ্নটি আল্লাহ ও তাঁর গুণবলীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।"[৫৪] তিনি আরও বলেন-

أَنْ تَكُونَ الصُّورَةُ بِمَعْنَى الصِّفَةِ–"কোনো ক্ষেত্রে যদি আকৃতি প্রকাশের কথা আসে তা হবে তাঁর সিফাত বা গুণবলী।"[৫৫] ইমাম বায়হাকী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) আরও বলেন-

---

৪৯. তাহাবী, আকিদাতুত তাহাভী, ৪১ পৃ. আক্বিদা নং.৩৪, মাকতুবাতুল ইসলামী, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ.১৪১৪হি.

৫০. ইমাম আবু হানিফা, আল-ফিকহুল আকবার, ১৪ পৃ.

৫১. ইমাম কুরতুবী, তাফসীরে কুরতুবী, ১৬/৮পৃ. মাকতুবাতুল মিসরিয়্যাহ, কাহেরা, মিশর, প্রকাশ.১৩৮৪হি.।

৫২. দায়লামী, আল-ফিরদাউস, ২/২৫৪পৃ. হাদিস ঃ ৩১৮৩

৫৩. সুরা আশ-শুরা, আয়াত.১১

৫৪. ইমাম বায়হাকী, কিতাবুল আসমা ওয়াল সিফাত, ২/৬৬পৃ. হাদিস ঃ ৬৪১, মাকতুবাতুল সৌদিয়া, জেদ্দা, প্রথম প্রকাশ. ১৪১৩হি.

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْبَارِي تَعَالَى مُصَوَّرًا وَلَا أَنْ يَكُونَ لَهُ صُورَةٌ، لِأَنَّ الصُّورَةَ مُخْتَلِفَةٌ،

-"আল্লাহ তা'য়ালার জন্য আকৃতি আছে ধারণা করা বৈধ নয়, কেননা তার কোন আকৃতি নেই। আর তাঁর আকৃতি হলো স্বতন্ত্র।"[৫৬] ইমাম কামালুদ্দীন ইবনুল হুমাম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন-

فليس سبحانه بذى لون و لارائحة ولاصورة ولاشكل

-"মহান আল্লাহ রং, গন্ধ, আকৃতি এবং অবয়ব বিশিষ্ট নন।"[৫৭] ইমাম আবুল মানসুর মাতুরীদি (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন-

وليس بجسم، ولا شبه، ولا جثة، ولا صورة، ولا لحم، ولا دم، ولا شخص ولا جوهر ولا عرض،.....

-"মহান আল্লাহ দেহ, কোনো সৃষ্টির সাদৃশ্য, দেহ বা শরীর, আকৃতি, মাংসবহুল, রং, বড় দেহ বিশিষ্ট, বস্তু/পদার্থ, প্রার্শ্ব, এমনকি নেই কোন সাদৃশ, আকৃতি গোস্ত, ...এগুলো থেকে পবিত্র।"[৫৮] ইমাম মাতুরীদি (রাহিমাহুল্লাহ) আরও বলেন-

لا تشبه صفاته صفات المخلوقين، ولا اشتبهت صفات الخلق صفاته

-"মহান আল্লাহর সিফাত বা গুণাবলীর মধ্যে তাঁর কোন সৃষ্টির গুণাবলীর সাদৃশ্য নেই। এবং তাঁর .. ।"[৫৯]

২.আল্লাহকে হাযির-নাযির বলা যাবে না; এবং আহলে হাদিসদের মতো আল্লাহ আরশে আযীমে সমাসীনও বলা যাবে না। কেননা আল্লাহ স্থান কাল থেকে মুক্ত। মহান আল্লাহ সমস্ত জগত বেষ্টন করে রয়েছে। অনেকে রাসূল (ﷺ) কে হাযির নাযির অস্বীকার করতে গিয়ে বলেন হাযির নাযির আল্লাহর গুণ। কিন্তু আহলে হাদিসদেরই মাযহাব আল্লাহ সব জায়গায় হাযির-নাযির নয়; বরং আরশে সমাসীন কিন্তু রাসূল (ﷺ)'র হাযির-নাযির অস্বীকার করতে গিয়ে তাদের নিজস্ব মতবাদ ভুলে যান। আর দেওবন্দীরা তাদের বিভিন্ন আক্বায়েদের কিতাবে লিখে থাকেন যে, আল্লাহ স্থান, কাল, আকার, আকৃতি থেকে মুক্ত। কিন্তু রাসূল (ﷺ)'র হাযির-নাযির অস্বীকার করতে গিয়ে তারা আবার বেঁকে বসে এবং মুতাযিলা ও কাদারিয়া ফিরকার আক্বিদা পোষণ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো তারও আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অনুসারী বলে দাবী করে। ইমাম জুরজানী

---

৫৫ . ইমাম বায়হাকী, কিতাবুল আসমা ওয়াল সিফাত, ২/৬৬পৃ. হাদিস ঃ ৬৪১, মাকতুবাতুল সৌদিয়া, জেদ্দা, প্রথম প্রকাশ. ১৪১৩হি.

৫৬ . ইমাম বায়হাকী, কিতাবুল আসমা ওয়াল সিফাত, ২/৬০পৃ. মাকতুবাতুল সৌদিয়া, জেদ্দা, প্রথম প্রকাশ. ১৪১৩হি.

৫৭ . ইমাম কামালুদ্দীন ইবনুল হুমাম, আল-মুসাইরাত, ২১৮পৃ.

৫৮ .ইমাম মাতুরীদি, তাফসীরে মাতুরীদি, ১/১৩৫পৃ.

৫৯ .ইমাম মাতুরীদি, তাফসীরে মাতুরীদি, ৮/২৬৭পৃ.

(রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন- أنه تعالى ليس في جهة، ولا في مكان. -"মহান আল্লাহ কোনো দিকে বা স্থানে নন।"[৬০] ইমামে আহলে সুন্নাহ আবূ মানসূর মাতুরিদী {ওফাত.৩৩৩হি.} বলেন- وقالت القدرية و المعتزلة ان الله تعالى فى كل مكان -"'মুতাযিলা ও কাদারিয়াগণ বলেন, আল্লাহ সব স্থানে উপস্থিত।"[৬১] শায়খ আহমাদ বিন উমর মাসআদ হাযামী তার شرح كتاب التوحيد কিতাবের ৫৩/৮পৃষ্ঠায় (শামিলা) উল্লেখ করেন- اعتقد أن الله تعالى في كل مكان هذا كفر أكبر، -"কেউ যদি আক্বিদা রাখে আল্লাহ সবখানে (হাযির-নাযির) এই ধারণা কুফুরে আকবার।" ইমামে আহলে সুন্নাহ আবুল হাসান আশ'আরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) {ওফাত. ৩২৪হি.} তার الإبانة عن أصول الديانة গ্রন্থের ১০৯ পৃষ্ঠায় (যা দারুল আনসার, কায়রু মিশর হতে ১৩৯৭ হিজরীতে প্রকাশিত) লিখেন- وزعمت المعتزلة والحرورية والجهمية أن الله تعالى في كل مكان، -" মুতাযিলা, হারুরিয়াহ এবং জাহমিয়্যাহ বাতিল ফিরকার লোকেরা বিশ্বাস করে আল্লাহ সকল স্থানে (হাযির-নাযির) আছেন।" ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর ছেলে ইমাম আবু আব্দুল্লাহ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ হাম্বল (ওফাত. ২৪১হি.) তিনি তার الرد على الجهمية والزنادقة কিতাবের ১১৪পৃষ্ঠায় এ আক্বিদা পোষণ কারীদের খণ্ডনে একটি শিরোনাম করেন এ নাম দিয়ে الرد على الجهمية في زعمهم أن الله في كل مكان -"আল্লাহ সকল স্থানে (হাযির-নাযির) আছেন জাহমিয়্যাহ ফিরকার বাতিল আক্বিদার খণ্ডন।"

তাই বুঝা গেল আল্লাহকে কোন আকৃতি দ্বারা ব্যাখ্যা করলে, প্রশ্নের অবকাশ রাখে যে তাহলে তার আকৃতি কীসের মত। এ বিষয়ে ইমাম বুখারীর উস্তাদ ইমাম নুয়াইম বিন হাম্মাদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন-

قَالَ الْأَئِمَّةُ –مِنْهُمْ نُعَيْم بْنُ حَمَّاد الْخُزَاعِيُّ شَيْخُ الْبُخَارِيِّ –: "مَنْ شَبَّهَ اللَّهَ بِخَلْقِه فَقَدْ كَفَرَ

-"তিনি বলেন, যে মহান আল্লাহকে তার সৃষ্টির সাথে তুলনা/সাদৃশ্য করবে সে কাফির।"[৬২] যারা আল্লাহকে আরশে সমাসীন বলেন তারাও পথভ্রষ্ট। তার কারণ আল্লাহর কোন সৃষ্টি তাকে ধারণ করতে সক্ষম নয়। ইমাম ত্বাহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন-

مُحِيطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ وَفَوْقَهُ وَقَدْ أَعْجَزَ عَنِ الإحاطة خلقه

---

৬০ .ইমাম জুরজানী, শরহুল মাওয়াকিফ, ২/৫১-৫২পৃ., সাফর বিন আবদুর রাহমান আল-হাওলী, মিনহাজুল আশাইরাহ, ৭৯পৃ. (শামিলা)

৬১ .ইমাম মাতুরিদী, শরহুল ফিকহুল আকবার, ১৯পৃ.

৬২ .ইবনে কাসির, তাফসীরে ইবনে কাসির, ৩/৪২৭.

-"প্রত্যেক বস্তুই তাঁর পরিবেষ্টনে রয়েছে এবং তিনি সব কিছুর উর্ধ্বে। আর সৃষ্টিকুল তাঁকে পরিবেষ্টনে অক্ষম।"[৬৩] আরশ আল্লাহর সৃষ্টি তাই তাকে পরিবেষ্টনে সে অক্ষম। আর এজন্যই আল্লাহ তায়ালার একটি নামই হল মুহিত বা পরিবেষ্টনকারী। ইমাম ত্বাহাভী (রহ.) তাঁর এ কিতাবের অন্যত্র বলেন-

لَيسَ فِي مَعْنَاهُ أَحَدٌ من البرية وَتَعَالَى عَنِ الْحُدُودِ وَالْغَايَاتِ وَالْأَرْكَانِ وَالْأَعْضَاءِ وَالْأَدَوَاتِ لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات

-"আল্লাহ তা'য়ালার গুণে সৃষ্টি জগতের কেহ নেই। তিনি সীমা, পরিধি, অঙ্গপ্রতঙ্গ এবং উপাদান উপকরণের উর্ধ্বে। সৃষ্টি জগতের ন্যায় ছয় দিকের কোন দিক তাকে বেষ্টন করতে পারে না।"[৬৪] বর্তমান লা-মাযহাবি তথা আহলে হাদিসরা যারা মাজার জিয়ারত, মিলাদুন্নবীসহ পালন এ ইত্যাদি সুন্নত আমলকে শিরক বলে বেড়ায় অথচ তারা মহান আল্লাহর ব্যাপারে শিরকী আক্বিদা পোষণ করে যে রব তা'য়ালা আরশে সমাসীন আর সেখান থেকে তিনি সব কিছু দেখেন শুনেন। ইমাম ত্বাহাভী (রহ.) তার আক্বিদাতুত ত্বাহাভীর ভূমিকায় বলেন-

المرجئة يقولون ان الله خلق ادم على صورته والعرش مكان لله-

-"ফিরকায়ে মারজিয়া সম্প্রদায় বলে-নিশ্চয় আল্লাহ আদমকে তার আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। আরশ হল আল্লাহর স্থান।" আমাদের সমাজে এখন বহু লোক এ কথাটি অনেক সময় বলে থাকেন যে, خَلَقَ اللّٰهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِه 'আল্লাহ আদম (আলাইহিস সালাম) কে তাঁর স্বীয় ছুরতে (আকৃতিতে) সৃষ্টি করেছেন।'[৬৫] এ ধরনের ধারণা মূলত গোমরাহী। এ হাদিসের ব্যাখ্যায় আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) বলেন-

وَقد يُقَال: هُوَ عَائِد إِلَى الله تَعَالَى، لَكِن الصُّورَة هِيَ الْهَيْئَة وَذَلِكَ لَا يَصح إِلاَّ على الْأَجْسَام، فَمَعْنَى الصُّورَة الصّفة كَمَا يُقَال: عرفني صُورَة هَذَا الْأَمر أَي: صفته، يَعْنِي: خلق آدم على صفته أَي حَيا عَالما سميعاً بَصيرًا متكلماً

-"এ ব্যাখ্যাও করা যায় যে, عَلَى صُورَتِه এর ه সর্বনামটি الله এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী কিন্তু ছুরত অর্থ আকৃতি। আর এমন অর্থ জিসিম বা শরীর ব্যতীত প্রয়োগ হয় না। তাই এখানে الصُّورَة শব্দটি الصّفة বা গুণ অর্থে ব্যবহৃত। যেমন আরবীতে বলা হয়- عرفني

---

৬৩ .ইমাম তাহাভী, আক্বিদাতুল তাহাভী, ৫৬পৃ. ক্রমিক. ৫১, মাকতুবাতুল ইসলামী, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ.১৪১৪হি.

৬৪ .ইমাম তাহাভী, আক্বিদাতুত তাহাভী, ৪৪পৃ. ক্রমিক. ৩৮, মাকতুবাতুল ইসলামী, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ.১৪১৪হি.

৬৫ .মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল আদাব, বুখারি ও মুসলিম শরিফের সূত্রে।

صُورَةَ هَذَا الْأَمر (এ বিষয়ে ছুরত আমাকে অবগত করুন) বক্তব্যটিতে الصُّورَة শব্দটি গুণ অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ আদমকে আল্লাহর গুণে সৃষ্টি করা হয়েছে। অর্থাৎ আদমকে আল্লাহর গুণ জীবিত, জ্ঞানী, শ্রবণকারী, দৃষ্টিসম্পন্ন এবং বক্তা হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে।"[৬৬] আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এ হাদিসের ব্যাখ্যায় আরও বলেন-

(خَلَقَ اللّٰهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِه) أَيْ: عَلَى صُورَتِه الَّتِي اسْتَمَرَّ عَلَيْهَا إِلَى أَنْ أُهْبِطَ، وَإِلَى أَنْ مَاتَ دَفْعًا لِتَوَهُّمِ أَنَّ صُورَتَهُ كَانَتْ فِي الْجَنَّةِ عَلَى صِفَةٍ أُخْرَى-

-"আল্লাহ তা'য়ালা আদম (আলাইহিস সালাম) কে ঐ আকৃতিতেই সৃষ্টি করেছেন যে আকৃতির উপর তাকে জান্নাত হতে জমিনে অবতরণ করা হয় এবং ইন্তিকাল পর্যন্ত ছিলেন। জান্নাতে তাঁর আকৃতি অন্য রকম ছিল, এমন সন্দেহকে দূর করার জন্য এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে।"[৬৭]

কিন্তু বিজ্ঞ আকায়েদবিদগণের মতে-"আল্লাহ তা'য়ালা দিক, কাল, গতি, স্থিতি, আকার-আকৃতির এবং যাবতীয় অঘটন থেকে পবিত্র। (মুসামের, ৩১পৃ. মাসায়েরা,৩৯৩পৃ. বাহারে শরীয়ত প্রথম খণ্ড)

৩.মহান আল্লাহর প্রত্যেক কিছুই সুন্দর ও কামালিয়াতের প্রাণকেন্দ্র। তিনি দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত অর্থাৎ তাঁর মধ্যে দোষ ত্রুটি পাওয়া যাওয়াটা অসম্ভব। এমনি 'পরিপূর্ণও নয়, ত্রুটিপূর্ণও নয়'-এ রকমের হওয়াটা অসম্ভব। যেমন মিথ্যা, ধোঁকাবাজী, ওয়াদাভঙ্গ, অত্যাচার, অজ্ঞতা, নির্লজ্জতা ইত্যাদি দোষ তাঁর থেকে প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব। দেওবন্দীদের মত 'আল্লাহ মিথ্যা বলার ক্ষমতা রাখে'- এ রকম বলা মানে কুদরতের দুর্বলতা মানে বাতুলতা মাত্র। আর এ ধরনের কেউ বিশ্বাস পোষণ করলে সে কাফির হয়ে যাবে। ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন-

مِنْ صِفَاتِ كَلِمَةِ اللّٰهِ كَوْنُهَا صِدْقًا وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ الْكَذِبَ نَقْصٌ وَالنَّقْصُ عَلَى اللّٰهِ مُحَالٌ وَلَا يَجُوزُ إِثْبَاتُ أَنَّ الْكَذِبَ عَلَى اللّٰهِ مُحَالٌ -

-"সত্য বলা আল্লাহ তা'য়ালার অন্যতম গুণ। এর পক্ষে দলীল হচ্ছে- মিথ্যা বলা দোষ। আর আল্লাহ তায়ালার মধ্যে কোন দোষ-ত্রুটি থাকা অসম্ভব।"[৬৮]

ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তো সুস্পষ্ট ভাষায় ফতোয়া আরোপ করেছেন-

لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَظُنَّ بِاللّٰهِ الْكَذِبَ، بَلْ يَخْرُجُ بِذَلِكَ عَنِ الْإِيمَانِ فَكَيْفَ يَجُوزُ مِثْلُهُ عَلَى الرُّسُلِ –

---

৬৬ .আইনী, উমদাতুল ক্বারী, ২২/২২৯পৃ. হাদিস ঃ ৬২২৭

৬৭ .মোল্লা আলী ক্বারী, মেরকাতুল মাফাতীহ, ৭/২৯৩৫পৃ. হাদিস ঃ ৪৬২৮, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

৬৮. ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী : তাফসীরে কাবীর : ১৩/১২৫পৃ. দারু ইহইয়াউত্-তুরাসিল আরাবী, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ.১৪২০হি.

-"কোন মুসলমানের জন্য এটা জায়েয নয় যে, সে আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষে মিথ্যা বলার ধারণা করবে; বরং এ ধরনের ধারণার কারণে সে ঈমান হতে বের হযে যাবে (অর্থাৎ-সে কাফির হয়ে যাবে)।"[৬৯]

৪.হায়াত, কুদরত, শোনা, দেখা . বাকশক্তি, ইলম ও ইচ্ছা হচ্ছে তাঁর নিজস্ব সিফাত বা গুণবলী। কিন্তু কান, চোখ ও মুখ দিয়ে শোনা, দেখা ও কথা বলা নয়। কেননা এগুলো হচ্ছে সাকার। কিন্তু আল্লাহ সাকার থেকে পবিত্র। অথচ তিনি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর আওয়াজ শোনেন এবং ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর বস্তু, যা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারাও দেখা যায় না, তিনি তা দেখেন। তাঁর দেখার জন্য ওসব কিছুর প্রয়োজন হয়না। তিনি প্রত্যেক কিছু দেখেন ও শোনেন। (শরহে আকায়েদে নাসাফী, ৩৮পৃ.)

৫.তাঁর জ্ঞানের বাইরে কোন বস্তু নেই। অর্থাৎ আংশিক-সামগ্রিক, বর্তমান-অবর্তমান , সম্ভব-অসম্ভব সবকিছু অনাদিকাল থেকে জানেন এবং অনন্তকাল পর্যন্ত জানবেন। প্রতিটি জিনিস পরিবর্তন হয় কিন্তু তাঁর জ্ঞান পরিবর্তন হয় না। তিনি মনের ধ্যান-ধারণা সম্পর্কেও জ্ঞাত । তাঁর জ্ঞানের কোন শেষ নেই। (মুসামেরা, ৬২পৃ. শরহে আকায়েদ, ৪২পৃ. ,মাওয়াকেফ, ৮পৃ.)

৬.মহান আল্লাহ তিনি দৃশ্য-অদৃশ্য সবকিছু সম্পর্কে অবগত। তার কাছে কোন কিছু গায়ব বা গোপন নেই। (সূরা আলে ইমরান, ৫) সত্তাগত জ্ঞানের অধিকারী হওয়াটা একমাত্র আল্লাহর বৈশিষ্ট্য। যেই ব্যক্তি সত্তাগত অদৃশ্য বা দৃশ্য জ্ঞান খোদা ছাড়া অন্য কারো জন্য প্রমাণ করে, সে কাফির।[৭০]

৭.পার্থিব জীবনে আল্লাহর দিদার লাভ একমাত্র নবি (আলায়হিস সালাম)এর জন্য খাস। (আল-মুনতাকিদ, ৬১পৃ.) এবং পরকালে প্রত্যেক সুন্নি মুসলমানদের জন্য সম্ভব বরং অবশ্যম্ভাবী। রূহানী বা স্বপ্নযোগে সাক্ষাৎ অন্যান্য আম্বিয়ায়ে ও আওলিয়ায়ে কিরামের জন্যও সম্ভব। আমাদের ইমাম হযরত আবু হানিফা (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) স্বপ্নে একশ'বার আল্লাহর সাক্ষাত লাভ করেছেন। (আল-মুনতাকিদ, ৬১-৬২পৃ., ফাতওয়ায়ে শামী, ১/১১৮পৃ.)

নবিদের সম্পর্কে আক্বিদা ঃ

১.'নবী' শব্দের অর্থই হলো, অদৃশ্যের সংবাদ দাতা। আর যদি বাতিল পন্থীদের মতো নবি অর্থ যদি শুধু 'সংবাদদাতা' হয় তাহলে তো টেলিভিশনের সংবাদ প্রদানকারীও নবি হবেন! ইমাম শিহাবুদ্দীন কুস্তালানী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন,

النبوة ماخوذة من النباء بمعنى الخبر ان اطلعه الله على الغيب-

---

৬৯. ইমাম রাজী, তাফসীরে কাবির : ১৮/৫২১পৃ. দারু ইহইয়াউত্-তুরাসিল আরাবী, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ.১৪২০হি. (সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে আমার লিখিত **"হেফাজতে ইসলামের মুখোশ উন্মোচন'** এর ২-৯ পৃষ্ঠা দেখুন সেখানে আমি এ কুফুরী আক্বিদার বিস্তারিতভাবে জবাব দিয়েছি।)

৭০ .সুরা আনআম,আয়াত-৫০, সুরা নামল-৬৫, শরহে আকায়েদে নাসাফী, শরহে ফিকহুল আকবার।

-" نبوة শব্দটি نباء শব্দ থেকে নির্গত; যার অর্থ হচ্ছে খবর বা জ্ঞান। অর্থাৎ, আল্লাহ তাঁকে অদৃশ্য বিষয়াদি অবহিত করেছেন (সে খবর)।"[৭১]

'নবী' শব্দের অর্থ সম্পর্কে আরবী অভিধানের কিতাব مصباح اللغات এর ৮৪৭ নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে - النبی : اللہ تعالی کے الہام سے غیب کی باتیں بتا نیوالا

-"নবী' শব্দের অর্থ হল আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক ইলহামের মাধ্যমে গায়বের সংবাদ প্রদানকারী।"

আরবী অভিধানের অন্যতম কিতাব المنجد (আল মুনজিদ) এর ৭৮৪ নং পৃষ্ঠায় নবুয়ত শব্দের অর্থ সম্পর্কে বলা হয়েছে-

النبوة : الاخبار عن الغيب او المستقبل بالهام من الله

-"নবুয়ত হলো আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে ইলহামের মাধ্যমে গায়ব বা ভবিষ্যতের সংবাদ প্রদান করা।"

২. নবি ওই ধরনের সম্মানিত মানবকে বলা হয়, যার কাছে হেদায়েতের জন্য আল্লাহ তা'য়ালা ওহী পাঠিয়েছেন। (আল-আরবাঈন, ৩৩পৃ. শরহে আকাঈদ, ৯৪পৃ.)

৩.নবিগণ সবাই পুরুষ ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কোন মহিলা বা জ্বীন ছিল না। (সূরা জ্বীন, শরহে আকায়েদ, ২৯পৃ.) তাই ডা. জাকির নায়েকের মত কেউ এ কথাও ধারনা করা গোমরাহী হবে যে চারজন মহিলা নবি এসেছিলেন।"[৭২] ইমাম আবুল হাসান আশআরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন- أَنَّهُ لَيْسَ فِي النِّسَاءِ نَبِيَّةٌ، -' কোনো মহিলা নবি ছিলেন না।"[৭৩]

৪. নবি প্রেরণ করাটা আল্লাহর বাধ্যগত ব্যাপার নয়। তিনি স্বীয় মেহের বানীতে মানুষের হেদায়েতের জন্য নবিগণকে পাঠিয়েছেন। (উসূলে বাযদভী, ১২৬পৃ.)

৫. নবি হওয়ার জন্য ওহীর প্রয়োজন, প্রত্যক্ষ হোক বা ফিরেশতার মাধ্যমে হোক। (তামহিদ, ১২৬পৃ.)

৬. যে ব্যক্তি নবি থেকে নবুয়ত বিলুপ্ত হতে পারে বলে মনে করে সে, কাফির।[৭৪]

৭. নবিগণের নিষ্পাপ হওয়া আবশ্যক। নিষ্পাপ হওয়াটা একমাত্র নবি ও ফিরেশতাগণের বৈশিষ্ট্য। নবি ফিরেশতা ব্যতীত কেই নিষ্পাপ নয়। শরীয়তের ইমামদের নবিদের মতো নিষ্পাপ মনে করাটা গোমরাহী ও ধর্মহীনতার পরিচায়ক। ইসমতে আম্বিয়া বা নবিগণ নিষ্পাপ হওয়া মানে আল্লাহ তাঁদেরকে পাপমুক্ত রাখার জন্য ওয়াদাবদ্ধ। কিন্তু ইমাম ও পীর-আওলিয়াদের জন্য এ রকম কোন ওয়াদা নেই। তাই নবিদের থেকে গুনাহ প্রকাশ পাওয়াটা অসম্ভব। (আরবাঈন, ৩২৯পৃ.)

---

৭১. ইমাম কুস্তালানী : মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া : ২/১৯২পৃষ্ঠা।

৭২ . জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ভলিয়ম নং.১ পৃষ্ঠা নং.৩৫৫, পিস পাবলিকেন্স, ঢাকা।

৭৩ . ইবনে কাসির, তাফসিরে ইবনে কাসির, ৪/৩৬২পৃ. প্রাগুক্ত. ।

৭৪ . আরবাঈন, ৩২৯পৃ.

শয়তানের জন্য নির্দিষ্ট কিছু স্পেশাল বান্দা রয়েছেন যাদের শয়তান কখনই মন্দ কাজ তো দূরের কথা তাদের অন্তরে খারাপ ধারণাও সৃষ্টি করতে শয়তান সক্ষম নয়। মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে হিফাযত করেন, আর তা ইরশাদ করেন এভাবে-

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ -"ওহে ইবলিশ, আমার বিশিষ্ট বান্দাদের উপর তোমার কোন কর্তৃত্ব নেই।"[৭৫] শয়তান নিজেই স্বীকার করেছিল-

وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (39) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ

-"হে মওলা, তোমার বিশিষ্ট বান্দাগণ ব্যতীত বাকী সবাইকে বিপদগামী করবো।"[৭৬] হযরত ইউসুফ (ﷺ) নবীগণের চরিত্র সম্পর্কে বলেছেন-

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي

-"আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করি না। মানুষের মন অবশ্যই মন্দকর্ম প্রবণ। তবে যার প্রতি আল্লাহর দয়া রয়েছে।"[৭৭] আল্লামা মোল্লা জিওন (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সূরা বাক্বারার ১২৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন-

انهم معصومون عن الكفر قبل الوحى و بعده باجماع

-"নবীগণ ওহী প্রাপ্তির আগে ও পরে কুফুরী থেকে পূতঃপবিত্র থাকেন।"[৭৮] তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আরও বলেন-

لاخلاف لاحد فى ان نبينا عليه السلام لم يرتكب صغيرة ولاكبيرة طرفة عين قبل الوحى وبعده كما ذكره ابو حنيفة فى الفقه الاكبر.

-"এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই যে, আমাদের নবী (ﷺ) নবুয়াতের আগে বা পরে এক মুহূর্তের জন্যও সগীরা বা কবীরা কোন প্রকারের গুনাহে লিপ্ত হননি, যেমন ইমাম আবু হানিফা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর ফিকহুল আকবারে উল্লেখ করেছেন।"[৭৯] আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সুরা শূরা এর ১৫২ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন-

يدل عليه انه عليه السلام قيل له هل عبدت وثنا قط قال لاقيل هل شربت خمرا قط قال لافمازلت اعرف ان الذى هم عليه كفر-

-"হুযুর (ﷺ) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল আপনি কখনও মূর্তি পূজা করে ছিলেন? তিনি ইরশাদ ফরমান-'না'। "আপনি কখনও শরাব পান করেছিলেন?" ফরমালেন-'না, আমি

---

৭৫ .সুরা হিজর,আয়াত.৪২
৭৬ .সুরা হিজর,আয়াত.৩৯-৪০
৭৭ .সুরা ইউসুফ,আয়াত.৫৩
৭৮ .মোল্লা জিওন, তাফসীরে আহমদিয়া, ২১২পৃ.
৭৯ .মোল্লা জিওন, তাফসীরে আহমদিয়া, ২১৩পৃ

তো সবসময় জানতাম যে, আরববাসীদের এ আচরণ কুফ্‌রী।"[৮০] তিনি এ হাদিসটিকে হুবহু হযরত আলী (রাঃ) হতে মারফু সূত্রে সংকলন করেছেন এভাবে-

قال على رضى الله عنه قيل للنبى عليه السلام هل عبدت وثنا قط قال لا قيل هل شربت خمرا قط قال لا وما زلت اعرف ان الذي هم اى الكفار عليه كفر

-"হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (সাঃ)'র কাছে একদা এক ব্যক্তি জানতে চাইলেন.....উপরের হাদিসের মত।"[৮১] এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী (রহঃ)'র 'জা'আল হক' ২য় খণ্ডের (বাংলা) ২৮৬-৩১৪পৃষ্ঠা দেখুন।

৮. নবিগণ শিরক, কুফুরী, ওই ধরনের কাজ, যার দ্বারা মানুষের কাছে ঘৃণার পাত্র হতে হয়, যেমন মিথ্যা, আত্মসাৎ, অজ্ঞতা ইত্যাদি ও মান-সম্মান বিবর্জিত আচরণ থেকে নবুয়াতের আগে ও পরে তাঁরা ইচ্ছাকৃত সগিরা গুনাহ থেকেও পবিত্র। (উসূলে বাযদবী, ১৬৭পৃ.)

৯.আল্লাহ তা'য়ালা নবিদেরকে ইলমে গায়ব দান করেছেন।[৮২] আসমান জমীনের প্রতিটি অণু পরমাণু নবিদের সামনে উদ্ভাসিত। তাঁদের এ ইলমে গায়ব (অদৃশ্য জ্ঞান) খোদা প্রদত্ত। প্রদত্ত জ্ঞান আল্লাহর জন্য অসম্ভব। কেননা তার কোন সিফাত বা কামালিয়াত কারো প্রদত্ত হতে পারে না, বরং তাঁর সমস্ত গুণবলী সত্তাগত।

১০. সমস্ত নবি ওফাতের পর তাঁদের নিজ নিজ সমাধিতে জীবিত এবং সেখানে তাঁরা নামাজ পড়েন।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: الْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ-

-"হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন : নিশ্চয় আম্বিয়ায়ে কিরাম (আলাইহিমুস সালাম) তাঁদের নিজ নিজ কবরে জীবিত এবং তারা সেখানে নামায আদায় করেন।"[৮৩] ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহঃ) বলেন, হাদিসটি 'হাসান'। আলবানী তার দুটি গ্রন্থে হাদিসটি সহিহ বলে মত প্রকাশ করেছেন। অপরদিকে আল্লামা নুরুদ্দীন ইবনে হাযার হাইসামী (রহঃ) বলেন এ হাদিসের সকল রাবি সিকাহ বা বিশ্বস্ত।"[৮৪]

---

৮০ .ইসমাঈল হাক্কী, তাফসীরে রুহুল বায়ান, ৮/৩৪৭পৃ.দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবান

৮১ .ইসমাঈল হাক্কী, তাফসীরে রুহুল বায়ান, ৫/৩৫৮পৃ. ও ৮/৭৫পৃ.প্রাগুক্ত, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ১২/৪৮৭পৃ.হাদিস ঃ ৩৫৫৯৮

৮২ .সুরা নিসা, ২৬-২৭, সুরা আলে-ইমরান-১৭৯, সুরা তাকবীর, ২৪

৮৩ . ইমাম আবু ই'য়ালা : আল মুসনাদ : ৬/১৪৭ পৃ: হাদিস ঃ ৩৪২৫, ইমাম বায়হাকী : হায়াতুল আম্বিয়া : ৬৯-৭০পৃ.ইমাম হায়সামী : মাযমাউদ যাওয়াইদ : ৮/২১১পৃ. হাদিস,১৩৮১২, ইমাম আবু নঈম ইস্পাহানী : তবকাতে ইস্পাহানী : ২/৪৪ পৃ:, ইমাম আদী : আল কামিল : ২/৭৩৯ পৃ:,ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী: আল-জামেউস সগীর : ১/২৩০ পৃ: হাদিস- ৩০৮৯, ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী: শরহুস সুদূর: পৃ. ২৩৭, আহলে হাদিস নাসিরুদ্দীন আলবানী: সিলসিলাতুস সহীহা: হাদিস : ৬২২, আহলে হাদিস নাসিরুদ্দীন আলবানী : সাহীহুল জামে : হাদিস নং- ২৭৯০, দায়লামী, আল-ফিরদাউস, ১/১১৯পৃ. হাদিস,৪০৩

৮৪ . এ বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আমার লিখিত *"প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন"* এর ১ম খন্ডের ৪০৭-৪১১পৃষ্ঠা দেখুন। ইনশাআল্লাহ আপনাদের সঠিক বিষয়টি বুঝে আসবে।

রাসূল (ﷺ) সম্পর্কে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আক্বিদা

১.মহান আল্লাহ রাসূল (ﷺ) কে সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছেন ঃ

রাসূল (ﷺ) এর নূর সম্পর্কে কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন স্থানে[৮৫] এবং অসংখ্য হাদিসে পাকে রয়েছে। তন্মধ্যে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু কর্তৃক রাসূল (ﷺ) কে সর্বপ্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে রাসূল (ﷺ) বলেন,-

فَقَالَ: يَا جَابِرُ! إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ قَبْلَ الأَشْيَاءِ نُورَ نَبِيِّكَ مِنْ نُورِهِ، فَجَعَلَ ذَلِكَ النُّورِ يَدُورُ بِالْقُدْرَةِ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ، وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلا قَلَمٌ وَلا جَنَّةٌ وَلا نَارٌ وَلا مُلْكٌ وِلا سِمَاءٌ وَلا أَرْضٌ وَلا شَمْسٌ وَلا قَمَرٌ وَلا جِنِّيٌّ وَلا إِنْسٌ.

-"অতঃপর রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন হে জাবের! নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা সবকিছুর পূর্বে তার স্বীয় নূর হতে তোমার নবীর নূরকে সৃষ্টি করেছেন।"[৮৬]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَمَّا خَلَقَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ آدَمَ خَيَّرَ لآدَمَ بَنِيهِ، فَجَعَلَ يَرَى فَضَائِلَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، قَالَ: فَرَآنِي نُورًا سَاطِعًا فِي أَسْفَلِهِمْ، فَقَالَ: يَا رَبِّ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا ابْنُكَ أَحْمَدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَهُوَ أَوَّلُ شَافِعٍ -

-"হযরত আবু হুরায়রা (ﷺ) হতে বর্ণিত রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, যখন আল্লাহ তা'য়ালা হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) কে সৃষ্টি করলেন, তখন তাকে তার সন্তান-সন্ততি দেখালেন। হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) তাদের পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্ব নিরীক্ষা করতে থাকেন। অবশেষে তিনি একটি চমকপ্রদ নূর দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হে পরওয়ারদিগার! এ কার নূর? আল্লাহ তা'য়ালা বললেন, এ তোমার আওলাদ হবে, তার নাম আসমানে আহমদ। যিনি (সৃষ্টিতে) প্রথম এবং তিনি প্রেরণে (নবীদের) শেষ। তিনি সর্বপ্রথম শাফায়াতকারী।"[৮৭] আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর তাফসীরে সুরা যুখরুফের ৮১

---

৮৫ .সূরা মায়েদা আয়াত.১৫, সূরা তাওবাহ, ৩২ আয়াত, সূরা নূর,৩৫, সূরা ছাফ, ৮, সুরা আহযাব, ৪৫-৪৬

৮৬. ইমাম আবদুর রায্যাক: আল-মুসান্নাফ (জুযউল মুফকুদ): ১/৬৩, হাদিস-১৮, (ঈসা মানে হিমইয়ারা সংকলিত), আল্লামা আজলুনী : কাশফুল খাফা: ১/৩১১পৃ. হাদিস- ৮১১, আল্লামা কুস্তালানী: মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া: ১/১৫, মাকতুবাতুল ইসলামী, বয়রুত, লেবানন, আল্লামা জুরকানী: শরহুল মাওয়াহেব: ১/৮৯, আশরাফ আলী থানবী: নশরুত্ত্বীব : পৃ. ২৫, আব্দুল হাই লাখনৌভী, আসারুল মারফূআ,৪২-৩৩পৃ. ইবনে হাজার মক্কী, ফতাওয়ায়ে হাদিসিয়্যাহ, ৪৪পৃ., ও (শামেলা), শায়খ ইউসুফ নাবহানী, হুজ্জাতুল্লাহিল আলামিন: ৩২-৩৩পৃ. ও জাওয়াহিরুল বিহার,৩/৩৭পৃ. আনোওয়ারে মুহাম্মাদিয়্যা, ১৯পৃ. মোল্লা আলী ক্বারী, মাওয়ারিদুর রাভী, ২২পৃ. ইমাম নাওয়াভী, আদ্-দুরারুল বাহিয়্যাহ, ৪-৮। এ হাদিস এবং এ বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আমার লিখিত "প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মাচন" এর ১ম খন্ডের ২৯৩-৫৭৪পৃষ্ঠা দেখুন।

৮৭ ক. ইমাম বায়হাকী : দালায়েলুল নবুয়ত : ৫/৪৮৩ পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, ইমাম সুয়ূতী : খাসায়েসুল কোবরা : ১/৭০ পৃ. হাদিস : ১৭৩, ইমাম ইবনে আসাকির : তারিখে দামেস্ক : ৭/৩৯৪-৩৯৫ পৃ.দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, ইমাম যুরকানী : শরহুল মাওয়াহেব, ১/৪৩ পৃ., দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, মুত্তাকী হিন্দী : কানযুল উম্মাল : ১১/৪৩৭ পৃ, হাদিস ঃ ৩২০৫৬, আবু সা'দ

নং আয়াত- قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ -"হে হাবিব আপনি বলুন দয়াময় আল্লাহর যদি কোন সন্তান হতো তাহলে ইবাদাতকারীদের মধ্যে আমিই সর্ব প্রথম হতাম।" এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইসমাঈল হাক্কী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) একটি হাদিস উল্লেখ করেন এভাবে- قال جعفر الصادق رضى الله عنه أول ما خلق الله نور محمد صلى الله عليه وسلم قبل كل شىء -"হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন সকল কিছুর পূর্বে আল্লাহ 'নূরে মুহাম্মাদী' কে সৃষ্টি করেছেন।"[৮৮] আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকায়েদের ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন,

انه تعالى نور ليس كالانوار و روح النبوية القدسية لمعة من نوره والملائكة اشرار تلك الانوار وقال صلى الله عليه وسلم اول ما خلق الله نورى ومن نورى خلق الله كل شئ-

-"আল্লাহ তা'য়ালা নূর, তবে অন্যান্য নূরের মতো নন। আর নবী করীম (ﷺ) এর রূহ মোবারক হচ্ছে তাঁর নূরের ঝলক। আর ফেরেশতাগণ হচ্ছেন তাঁর নূরের শিখা। হুযুর (ﷺ) ইরশাদ ফরমান, আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম আমার নূরকে সৃষ্টি করেছেন। আর আমার নূর থেকে আল্লাহ প্রত্যেক কিছু সৃষ্টি করেছেন।"[৮৯] তাই বুঝা গেল, আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের ইমামের আক্বিদা রাসূল (ﷺ) নূরের সৃষ্টি। যারা এ আক্বিদায় বিশ্বাসী নয়, তারা কি করে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের অনুসারী বলে দাবি করেন? রাসূল (ﷺ) 'র সৃষ্টি নূরের এ বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আমার লিখিত ***"প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন"*** এর ১ম খন্ডের ২৯৩-৫৭৪পৃষ্ঠা দেখুন। ইনশাআল্লাহ আপনাদের সঠিক বিষয়টি বুঝে আসবে।

২. রাসূল (ﷺ) হযরত আদম (আলায়হিস সালাম)'র বহু আগেই সৃষ্টি, যদিও প্রেরিত হয়েছেন সকল নবির শেষে

এ প্রসঙ্গে 'হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত রাসূল (ﷺ) নিজেই ইরশাদ করেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضى الله تعالى عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُنْتُ أَوَّلَ النَّبِيِّينَ فِي الْخَلْقِ وَآخِرَهُمْ فِي الْبَعْثِ-

---

নিশাপুরী, শরফুল মুস্তফা, ৪/২৮৫পৃ. কুস্তালানী, মাওয়াহেবে লাদুন্নীয়া, ১/৪৯পৃ. দিয়ার বকরী, তারীখুল খামীস, ১/৪৫পৃ. সার্‌রাজ, হাদিসাহ, হাদিস ঃ ২৬২৮, ইবনে হাজার আসকালানী, আল-মুখাল্লিসিয়্যাত, ৩/২০৭পৃ. হাদিস ঃ ২৩৪০, সালিম জার্‌রার, আল-ইমা ইলা যাওয়াইদ, ৬/৪৭৮পৃ. হাদিস ঃ ৬০৮৩,

৮৮ ইসমাঈল হাক্কী : রূহুল বায়ান : ৮/৩৯৬ পৃ.,সুরা যুখরুফ, আয়াত.৮১

৮৯ ক. ইমাম মাহদী আল ফাসী : মাতালিউল মুসার্‌রাত : ২১ পৃ. মাতবায়ে মাকতুবায়ে নূরীয়া, লেবানন, শায়খ ইউসূফ বিন নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার, ২/২২০ পৃ. দিল্লী থেকে প্রকাশিত।

-"আমি ছিলাম সৃষ্টিতে নবিগণের সর্বপ্রথম এবং প্রেরণে নবীগণের সর্বশেষ।"[৯০]

قَالَ قَتَادَةُ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:كُنْتُ أَوَّلَ الْأَنْبِيَاءِ فِي الْخَلْقِ وَآخِرَهُمْ فِي الْبَعْثِ

-"হযরত কাতাদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে সহিহ সনদে মুরসাল সূত্রে বর্ণিত নিশ্চয়ই রাসূলে করীম (ﷺ) ইরশাদ করেন : আমি সৃষ্টিতে নবীদের প্রথম এবং প্রেরণের দিক দিয়ে সবার শেষে।"[৯১] ইমাম সুয়ূতী রাযিয়াল্লাহু আনহু সহ আরও অনেকে হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।"[৯২]

হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন-

قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى وَجَبَتْ لَكَ النُّبُوَّةُ؟ قَالَ: وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ

-"রাসূল (ﷺ)'র কাছে জানতে চাওয়া হলো যে, আপনি কখন নবুয়ত লাভ করেছেন? তিনি বলেন, আদম (আলাইহিস সালাম) যখন রূহ ও দেহের মাঝামাঝি ছিলেন।"[৯৩]

৩. তিনিই সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু; তাঁর উসিলায় জগত সৃষ্টি ঃ

আমরা যে জান্নাত লাভের প্রতীক্ষায় এবং জাহান্নামের ভয় পাই তাও নবীজি (ﷺ)'র ওসিলায় মহান আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। হাদিসে পাকে রয়েছে-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَوْحَى اللَّهُ إِلَى عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا عِيسَى آمِنْ بِمُحَمَّدٍ وَأْمُرْ مَنْ أَدْرَكَهُ مِنْ أُمَّتِكَ أَنْ يُؤْمِنُوا بِهِ فَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ آدَمَ وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَلَا النَّارَ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'য়ালা হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর নিকট ওহী নাযিল করলেন, হে ঈসা! তুমি মুহাম্মদ (ﷺ) এর উপর ঈমান আন এবং তোমার উম্মতের মধ্যে যারা তাঁর যুগ পাবে তাদেরকে ঈমান

---

৯০ .ক. ইমাম আদী : আল কামিল : ৩/৩৭৩ পৃ. দায়লামী : ফিরদাউস বিমাসুরিল খিতাব : ৩/২৮২ পৃ হাদিস : ৪৮৫০,গ. দায়লামী : ফিরদাউস বিমাসুরিল খিতাব : ৪/৪৪১ পৃ : হাদিস : ৭১৯৫, আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/১১৯ পৃ : হাদিস : ২০০৭, ইমাম বগভী : মা'লিমুত তানজিল : ২/৬১১পৃ. হাদিস,১৬৮০, ইবনে কাসীর : তাফসীরে ইবনে কাসীর : ৬/৩৮২পৃ.ও সিরাতে নববিয়্যাহ, ১/২৮৯পৃ. ১/৩১৮পৃ. সুয়ূতি : খাসায়েসুল কুবরা : ১/৫ হাদিস : ১, আবু নুঈম ইস্পাহানী : দালায়েলুন নবুওয়াত : ১/৪২ পৃ. হাদিস ঃ ৩, আবি হাতেম : আত্ তাফসীর : ৯/৩১১৬পৃ. হাদিস ঃ ১৭৫৯৪, মুত্তাকি হিন্দী কানযুল উম্মাল : ১১/৪৫২পৃ. হাদিস ঃ ৩২১২৫, তাবরানী, মুসনাদিস্-শামীন, ৪/৩৪পৃ. হাদিস,২৬৬২, মুয়াস্সাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবানন।

৯১ .ক. শায়খ ইউসুফ নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ৩/৩৬৬পৃ, ইবনে সা'দ : আত্-তবকাতুল কোবরা : ১/১৪৯ পৃ. ইমাম বগভী : তাফসীরে মা'লিমুত তানযিল : ৪/৪৩৫পৃ, ইমাম তবারী : তাফসীরে তবারী : ১০/২৬২, তিনি বলেন হাদিসটির সনদ সহীহ, দায়লামী : মুসনাদিল ফিরদাউস : হাদিস : ৪৮৫০, আবু নুঈম ইস্পাহানী : দালায়েলুল নবুয়ত,হাদিস, ৩, ইমাম আদি : আল-কামিল : ৩/৪৯ পৃ হাদিস : ৩৭২, ইমাম কাযি আয়াজ, শিফা,১/১১৪পৃ.ও ১/৪৬৬পৃ., তাবরানী : মুসনাদিস্-সামীন : ৪/২৬৬২পৃ.

৯২ .এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে আমার লিখিত *"প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন"* এর ১ম খন্ডের ২৪৮-২৫১পৃষ্ঠায় দেখুন।

৯৩ .তিরমিযি, আস্-সুনান, ৫/৫৮৫পৃ. কিতাবুল মানাকিব, হাদিস ঃ ৩৬০৯, তিনি বলেন হাদিসটি 'হাসান'। আহলে হাদিস আলবানী সনদটিকে সহিহ বলেছেন।

আনতে বলো। কারণ যদি মুহাম্মদ (ﷺ) না হতেন, তাহলে আমি না আদমকে সৃষ্টি করতাম, না বেহেশত, না দোযখ সৃষ্টি করতাম।"[৯৪] হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ ফরমান :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا مَرْفُوعًا أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ لَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَلَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ النَّار.

-"একদা আমার কাছে হযরত জিব্‌রাঈল (আলাইহিস সালাম) এসে বললেন, হে মুহাম্মদ! (ﷺ) আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, আপনাকে সৃষ্টি না করা হলে সৃজন না হতো বেহেশত আর না দোযখ।"[৯৫] এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে আমার লিখিত *"প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন"* ১ম খণ্ডের ১০৬-১২৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দেখুন।

৪. রাসূল (ﷺ)'র সৃষ্টি অন্যান্য সৃষ্টির মতো নয় ঃ

ইমাম শিহাবুদ্দীন কুস্তালানী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) বলেন-

اعلم أن من تمام الإيمان به- صلى الله عليه وسلم- الإيمان بأن الله تعالى جعل خلق بدنه الشريف على وجه لم يظهر قبله ولا بعده خلق آدمى مثله-

-"জেনে রাখুন! রাসূল (ﷺ)'র প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান হলো- এভাবে ঈমান আনা যে, আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর শরীর মোবারককে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, তাঁর পূর্বে পরে কোন মানুষকে তাঁর মতন করে সৃষ্টি করেননি।"[৯৬] তাই সকলের জানা উচিত মানব জাতির অনুসরণ ও অনুকরণের সুবিধার্থে আল্লাহ তাঁকে বাহ্যিকভাবে মানবীয় আকৃতি ও মানবীয় কতেক গুণাবলি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। বিভিন্ন আকায়েদের কিতাবে রয়েছে যে, হুযুরের অনুরূপ হওয়া অসম্ভব। হুযুরের বিশেষ গুণের ক্ষেত্রে কাউকে হুযুরের গুণের মতো বললে, সে কাফির। (আল-মুতামেদ, ১৩৩পৃ. বাহারে শরীয়ত, ১/১৯পৃ.)

---

৯৪ .১. ইমাম হাকেম নিশাপুরী ঃ আল মুস্তাদরাক ২/৬৭১, পৃষ্ঠা হাদিস ঃ ৪২২৭, ইমাম তকিউদ্দিন সুবকী ঃ শিফাউস সিকাম ৪৫ পৃ., জালালুদ্দীন সুয়ূতি ঃ খাসায়েসুল কোবরা ঃ ১/১৪ হাদিস ঃ ২১, হাইসামী ঃ শরহে শামায়েল ঃ ১/১৪২ পৃ. আল্লামা শায়খ ইউসূফ বিন নাবহানী ঃ যাওয়াহিরুল বিহার ঃ ২/১১৪ পৃ., ইমাম ইবনে হাইয়্যান ঃ তবকাতে মুহাদ্দিসিনে ইস্পাহানী ঃ ৩/২৮৭পৃ, আবু সা'দ ইবরাহিম নিশাপুরী, শরহে মুস্তফা : ১/১৬৫পৃ., যুরকানী, শরহুল মাওয়াহেব : ১২/২২০পৃ., ইবনে কাসীর, কাসাসুল আম্বিয়া,১/২৯পৃ.দারুল তা'লিফ, কাহেরা, মিশর, ইবনে কাসীর, সিরাতে নববিয়্যাহ : ১/৩২০পৃ. দারুল মা'রিফ, বয়রুত লেবানন, ইবনে কাসীর, মু'জিজাতুন্নাবী : ১/৪৪১পৃ. মাকতুবাতুল তাওফিকহিয়্যাহ, কাহেরা, মিশর, ইবনে সালেহ শামী, সবলুল হুদা ওয়ার রাশাদ : ১২/৪০৩পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

৯৫ .দায়লামী ঃ আল-মুসনাদিল ফিরদাউস : ৫/২২৭পৃ. হাদিস নং.৮০৩১, মোল্লা আলী ক্বারী : আসারুল মারফূআ, ১/২৯৫ পৃ.হাদিস :৩৮৫.পৃ, মুয়াস্‌সাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবানন, শায়খ ইউসূফ নাবহানী ঃ যাওয়াহিরুল বিহার ঃ ৪/১৬০ পৃ. মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ১১/৪৩১পৃ. হাদিস ঃ ৩২০২৫

৯৬ .কুস্তালানী, মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া,২/৫পৃ. মাকতাবাতুল তাওফিকহিয়্যাহ, কাহেরা, মিশর।

৫. রাসূল (ﷺ)'র পিতামাতা মু'মিন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আক্বিদা হলো মহানবি হযরত মুহাম্মদ (ﷺ)'র সম্মানিত পিতা-মাতা কুফরি অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেননি; তারা বনী হানিফের উপরে ছিলেন। তারপর আবার মহান রব তাদেরকে নবীজির প্রতি ঈমান আনার সুযোগ দিয়েছিলেন। ইমাম ইবনে শাহীন (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তার 'নাসেখ ওয়াল মানছুখ' গ্রন্থে ইবনে আসাকির তার তারীখে দামেস্কে, হযরত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন বিদায় হজ্জের সময়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বেদনার্ত ছিলেন। এতসময় তিনি আনন্দচিত্তে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র নিকট আগমন করেন। তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন-

فَقَالَ: ذَهَبْتُ لِقَبْرِ أُمِّي فَسَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يُحْيِيَهَا فَأَحْيَاهَا فَآمَنَتْ بِي وَرَدَّهَا اللَّهُ

-"অতঃপর আমি আমার মা আমেনা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র নিকট গমন করি এবং আল্লাহর কাছে দু'আ করি তাঁকে জীবিত করতে। তখন আল্লাহ তাঁকে জীবিত করেন, তিনি আমার উপর ঈমান আনয়ন করেন, অতঃপর আল্লাহ তাঁকে কবরের জগতে ফিরিয়ে নেন। কোনো কোনো বর্ণনায় পিতা-মাতা উভয়ের কথা বলা হয়েছে।"[৯৭] ইমাম সুয়ূতী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এ সনদটিকে দ্বঈফ বলেছেন। কিন্তু আমরা বলি এ হাদিসটি ইমাম তবারী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এ হাদিসটির আরেকটি সনদ বর্ণনা করেছেন যার কারনে সনদটি 'হাসান'। যেমন তিনি বর্ণনা করেন এভাবে-

فروى الطبرى بسنده عن عائشة أن النبى- صلى الله عليه وسلم- نزل الحجون كئيبا حزينا، فأقام به ما شاء الله عز وجل، ثم رجع مسرورا، قال: سألت ربى فأحيا لى أمى، فامنت بى ثم ردها

-"ইমাম তবারী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) হযরত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে সনদ সহকারে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (ﷺ) বিদায় হজ্বে বিস্মিত ছিলেন। অতঃপর দাঁড়িয়ে বললেন ইনশাআল্লাহ ! তারপর আনন্দিত হয়ে উঠলেন। বললেন, আমি আমার রবের কাছে প্রার্থনা করেছি যে আমার মা কে জীবিত করে দেয়ার জন্য অতঃপর আল্লাহ তাকে জীবিত করে দিলেন। অতঃপর তিনি আমার উপর ঈমান আনলেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁকে কবরের জগতে ফিরিয়ে নেন।"[৯৮] আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তার লিখিত শরহে শিফা প্রথম খণ্ডে বলেন-"বিশুদ্ধ কথা হলো নবীজির পিতা মাতা কুফুরীর উপর মৃত্যুবরণ করেননি।" এ হাদিসটির আরও তিনটি সুত্র বর্ণিত আছে তা এবং এ বিষয় সম্পর্কে বিশদ আকারে

---

৯৭ .ইমাম সুয়ূতী, আল-হাভীলিল ফাতওয়া, ২/২৭৮পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ.১৪২৪হি. ইমাম কুরতুবী, তাযকিরাহ, ১৫পৃ., ইমাম কুস্তালানী, মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া, ১/১০৩পৃ. ইবনে সালেহ শামী, সবলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ২/১২২পৃ. দিয়ার বকরী, তারীখুল খামীস, ১/২৩০পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. বুরহানুদ্দীন হালবী, সিরাতে হালবিয়্যাহ,১/১৫৫পৃ., দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. জুরকানী, শরহুল মাওয়াহেব, ১/৩১৫পৃ.

৯৮ .ক. ইমাম কুস্তালানী, মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া, ১/১০৩পৃ.

জানতে চাইলে আমার লিখিত *'প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন'* এর ২য় খন্ড দেখুন। ইনশাআল্লাহ ! আপনাদের বুঝে আসবে।

৬.অন্যান্য নবিদের থেকে আল্লাহ আমাদের নবি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা আহমদ মুস্তাফা (ﷺ) কে বেশী ইলমে গায়ব দান করেছেন ঃ

সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যত নবি মানুষ এবং আল্লাহ যত সৃষ্টি রয়েছে তাদের সকলকে যতটুকু ইলম দিয়েছেন তার চাইতে হাজারও কোটি গুণ নবীজিকে ইলম দান করেছেন। রাসূল (ﷺ) এর ইলম সম্পর্কে হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যেমন-

عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: قَرَأْتُ إِحْدَى وَسَبْعِينَ كِتَابًا فَوَجَدْتُ فِي جَمِيعِهَا أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُعْطِ جَمِيعَ النَّاسِ مِنْ بَدْءِ الدُّنْيَا إِلَى انْقِضَائِهَا مِنَ الْعَقْلِ فِي جَنْبِ عَقْلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا كَحَبَّةِ رَمْلٍ مِنْ بَيْنِ رِمَالِ جَمِيعِ الدُّنْيَا، وَأَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْجَحُ النَّاسِ عَقْلًا، وَأَفْضَلُهُمْ رَأْيًا. -

-"হযরত ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ (ﷺ) বর্ণনা করেন, আমি (আসমানী) ৭১ টি কিতাব পাঠ করেছি। সবগুলো তেই পাঠ করেছি আর বুঝতে পেরেছি যে, আল্লাহ তা'য়ালা সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে মহা প্রলয় পর্যন্ত সকল মানুষকে যে জ্ঞান বুদ্ধি দান করেছেন তা রাসূলে আকরাম (ﷺ) এর জ্ঞানবুদ্ধির তুলনায় এমন, যেমন বিশ্বের সমস্ত বালুকণা হল রাসূল (ﷺ) এর ইলম আর বালুকণা সমূহের মধ্যে একটি বালুকণা হল সবার ইলম। নিঃসন্দেহে হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) সমগ্র মানব জাতির মধ্যে সর্বাধিক বুদ্ধিমান ও সর্বাধিক বিচার-বিবেচনাশীল।"[৯৯] উক্ত তাবেয়ী রাসূল (ﷺ) এর ইলমের কিছুটা প্রকাশ করেছেন মাত্র। কারণ রাসূল (ﷺ) এর ইলমের পরিমাপ করার ক্ষমতা এক আল্লাহ ব্যতীত আর কারও নেই। রাসূল (ﷺ)'র ইলমে গায়ব সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ-

"(হে সাধারণ লোকগণ!) এটা আল্লাহর শান নয় যে, তোমাদেরকে ইলমে গায়ব দান করবেন। তবে হ্যাঁ, রাসূলগণের মধ্যে যাকে তিনি ইচ্ছা করেন, তাকে এ অদৃশ্য জ্ঞান দানের জন্য মনোনীত করেন।"[১০০]

শুধু তা-ই নয় আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন,

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (٢٦) إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ-

---

৯৯ ক.ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি : খাসায়েসুল কোবরা : ১/১১৯ পৃ: হাদিস নং-৩১৪, ইমাম আবু নুঈম ইস্পাহানী : হুলিয়াতুল আউলিয়া : ৪/২৬ পৃ., ইবনে আসাকির : তারিখে দামেস্ক : ৩/২৪২ পৃ

১০০. সূরা আলে ইমরান: আয়াত, ১৭৯

-"(আল্লাহ পাক) তাঁর মনোনীত রাসূলগণ ব্যতীত কাউকেও তাঁর অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবহিত করেন না।"[১০১] রাসূল (ﷺ) গায়বের সংবাদ প্রদানে কার্পণ্য করেন না । যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী,

-"তিনি {নবি করিম (ﷺ)} গায়ব প্রকাশের ক্ষেত্রে কৃপণ নন।"[১০২] وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ- উক্ত আয়াত সম্পর্কে বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও তাফসিরকারক ইমাম বগভী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

وَما هُوَ، يَعْنِي مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى الْغَيْبِ... وَخَبَرِ السَّمَاءِ وَمَا اطَّلَعَ عَلَيْهِ مِمَّا كَانَ غَائِبًا عَنْهُ مِنَ الْأَنْبَاءِ وَالْقَصَصِ، بِضَنِينٍ، -

-"হুযুর (ﷺ) অদৃশ্য বিষয়, আসমানি গায়েবি সংবাদ ও কাহিনী সমূহ প্রকাশ করার ব্যাপারে কৃপণ নন।"[১০৩] এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম খাযেন (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন-

وَما هُوَ يعني محمدا صلّى الله عليه وسلّم عَلَى الْغَيْبِ أي الوحي وخبر السّماء، وما اطلع عليه مما كان غائبا عن علمه من القصص والأنباء

-"আর তিনি এর মর্মার্থ হুযুর (ﷺ), গায়বের ব্যাপারে অর্থাৎ ওহী, আসমানী গায়েবী সংবাদ ও কাহিনী সমূহ প্রকাশ করার ব্যাপারে কৃপণ নন।"[১০৪] ইমাম বাগভী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

أَيْ يَبْخَلُ يَقُولُ إِنَّهُ يَأْتِيهِ عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يَبْخَلُ بِهِ عَلَيْكُمْ بَلْ يُعَلِّمُكُمْ وَيُخْبِرُكُمْ بِهِ -

-"এ আয়াতে এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে, হুযুর (ﷺ)'র কাছে অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ আসে। তিনি তা তোমাদের কাছে ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে কার্পণ্য করেন না, বরং তোমাদেরকে জানিয়ে দেন"।[১০৫] শরহে আকায়িদে নসফী গ্রন্থের ১৭৫ পৃষ্ঠায় আছে–

بِالْجُمْلَةِ الْعِلْمُ بِالْغَيْبِ اَمْرٌ تَفَرَّدَ بِهِ اللهُ تَعَالَى لَاسَبِيْلَ اِلَيْهِ لِلْعِبَادِ اِلَّابِاِ عْلَامٍ مِنْهُ اَوْ اِلْهَامٍ بِطَرِيْقِ الْمُعْجِزَاتِ اَوِالْكِرَامَةِ.

-"সার কথা হলো যে অদৃশ্য বিষয়াবলীর জ্ঞান এমন একটি বিষয়, যার একমাত্র (সত্তাগত) অধিকারী হচ্ছেন খোদা তা'য়ালা। বান্দাদের পক্ষে ওইগুলো আয়ত্ত করার কোন উপায় নেই, যদি মহান প্রভু মু'জিযা বা কারামত স্বরূপ ইলহাম বা ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দেন।"[১০৬] তাই আমরা সেটাই বলি নবিদেরকে মু'জিযা স্বরূপ এবং ওলীদেরকে

---

১০১ .সূরা জ্বিনঃ আয়াত ২৬-২৭
১০২. সূরা তাকভীর, আয়াত-২৪
১০৩ .ইমাম বগভী, মা'আলিমুত তানযিল : ৫/২১৮পৃ. দারু ইহ্ইয়াউত তুরাসুল আরাবী, বয়রুত, লেবানন।
১০৪.ইমাম খাযিন : তাফসীরে খাযিনঃ ৪/৩৯৯পৃ.
১০৫. ইমাম বগভী, মা'আলিমুত তানযিল : ৫/২১৮পৃ. দারু ইহ্ইয়াউত তুরাসুল আরাবী, বয়রুত, লেবানন।
১০৬ .সা'দ উদ্দিন মাসউদ তাফ তাযানী ঃ শরহে আকায়িদে নাসাফী ঃ ৭৫ পৃ.

কারামাত রূপে আল্লাহ ইলমে গায়ব দান করেছেন। সুপ্রসিদ্ধ 'দুর্‌রুল মুখতার' গ্রন্থের কিতাবুল হজ্বের প্রারম্ভে আছে–

فُرِضَ الْحَجُّ سَنَةَ تِسْعٍ وَإِنَّمَا أَخَّرَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لِعَشْرٍ لِعُذْرٍ مَعَ عِلْمِهِ بِبَقَاءِ حَيَاتِهِ لِيُكْمِلَ التَّبْلِيغَ -"হজ্ব নবম হিজরীতে ফরজ হয়, কিন্তু হুযুর আলাইহিস সালাম বিশেষ কোন কারণে একে দশম হিজরী পর্যন্ত বিলম্বিত করেন। হুযুর আলাইহিস সালাম তার পবিত্র ইহকালীন জীবনের বাকী সময় সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন বিধায় হজ্ব স্থগিত করেছিলেন যাতে ইসলাম প্রচারের কাজ পূর্ণতা লাভ করে।"[১০৭]

যারা আম্বিয়া কিরাম এমনকি হুযুর (ﷺ)'র কোন প্রকার ইলমে গায়বের ইলম নেই বলে দাবী করেন, তাদের বেলায় বেলায় কুরআন করীমের এ আয়াতটি প্রযোজ্য হবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন- أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ -"তবে কি তোমরা (কাফেররা/মুনাফিকরা) কোরআনের কিয়দংশ বিশ্বাস কর এবং কিয়দংশ অবিশ্বাস কর।"[১০৮] তাই দেওবন্দী ও আহলে হাদিসদের অবস্থা হচ্ছে ইহুদিদের মতো। কেননা বাতিল পন্থীরা সাধারণ মানুষের সামনে যেখানে আল্লাহ ছাড়া সত্ত্বাগতভাবে কেউ ইলমে গায়ব জানে না সেই আয়াতগুলো তারা শুধু বলে বেড়ায়[১০৯]; আর এ ছাড়া যে আয়াতে বলা হয়েছে আল্লাহর মননীত রাসূলদের ইলমে গায়ব দান করেছেন, অনেক সময় তারা এমন ভাব নেয় যে তারা মনে হয় এ আয়াতগুলো জানেই না।[১১০]

৭. রাসূল (ﷺ) নিরক্ষর ছিলেন না, তবে তিনি লিখতেন না ঃ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম (ﷺ) ইরশাদ করেন- وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا -"আমি পৃথিবীতে শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।"[১১১] যিনি নিজেই কিছু জানেন না তাহলে তিনি কিভাবে শিক্ষক হবেন? বুঝা গেল যে, তিনি পৃথিবীতে শিখতে আসেননি বরং তিনি পৃথিবীবাসীকে শিখাতে এসেছেন।

ইমাম শরফুদ্দীন বুছুরী (رحمة الله عليه) বলেন-

---

১০৭ আলাউদ্দিন হাস্‌কাফী ঃ দুররুল মুখতার ঃ কিতাবুল হাজ্ব ঃ ১৫৯ পৃ.

১০৮ .সুরা বাক্বারা, ৮৫

১০৯ .সুরা আনআম, ৫০, সুরা নামল, ৬৫

১১০ .সুরা আলে-ইমরান,১৭৯ সুরা জ্বীন, ২৬-২৭, সুরা তাকবীর-২৪

১১১ .খতিব তিবরিযী ঃ মিশকাতুল মাসাবিহ ঃ কিতাবুল ইলম ঃ ১/৮৫পৃ. হাদিস ঃ ২৫৭, দারেমী, আস্‌-সুনান, ১/৩৬৫পৃ. হাদিস, ৩৬১, সুয়ূতী, জামেউস, সগীর, হাদিস ঃ ৪২৪২, আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক, আয্‌-যহুদ, ১/৪৮৮পৃ. হাদিস ঃ ১৩৮৮, আবু দাউদ তায়লসী, আল-মুসনাদ,৪/১১পৃ. হাদিস ঃ ২৩৬৫, ইবনে ওয়াহ্‌হাব, আল-মুসনাদ, আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুদ্‌-দ্বঈফাহ, ১/৬৭পৃ.হাদিস ঃ ১১, ইবনে মাজাহ, আস্‌-সুনান, ১/৮৩পৃ. হাদিস, ২২৯,হারিস, আল-মুসনাদ, ১/১৮৫পৃ. হাদিস, ৪০, বায্‌যার, ৬/৪২৮পৃ. হাদিস, ২৪৫৮, তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ১৩/৫১পৃ. হাদিস, ১২৫, ও ১৪/৯৪পৃ. হাদিস, ১৪৭০৯, বায়হাকী, আল-মাদখাল, ১/৩০৬পৃ. হাদিস, ৪৬২, বাগাভী, শরহে সুন্নাহ, ১/২৭৫পৃ. হাদিস, ১২৮,

فَاِنَّ مِنْ جَوْدِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا – وَمِنْ عُلُوْمِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ.

-"হে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আপনার বদান্যতায় দুনিয়া ও আখিরাতের অস্তিত্ব। লওহে মাহফুজ ও 'কলমের' জ্ঞান আপনার জ্ঞান ভান্ডারের কিয়দাংশ মাত্র।"[১১২]

আল্লামা মোল্লা আলী কারী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) حل العقده شرح قصيده برده নামক গ্রন্থে উপরোক্ত পঙক্তিদ্বয়ের মর্ম উদঘাটন করতে গিয়ে বলেছেন–

وَكَوْنُ عُلُوْمِهُمَا مِنْ عُلُوْمِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنَّ عُلُوْمَهُ تَتَنَوَّعُ اِلَى الْكُلِّيَاتِ وَالْجُزْ ئِيَّاتِ وَحَقَائِقَ وَمَعَارِفَ وَعَوَارِفَ تَتَعَلَّقُ بِالذَّاتِ وَالصِّفَاتِ وَعُلُوْ مِهُمَا مِنْ عُلُوْمِهِ يَكُوْنُ مَايَكُوْنُ نَهْرًا مِنْ بُحُوْرِ عِلْمِهِ وَحَرْفًا مِنْ سُطُوْرِ عِلْمِهِ.

-"লওহে মাহফুজ ও 'কলমের' জ্ঞানকে হুযুর আলাইহিস সালামের জ্ঞানের কিয়দাংশ এ জন্যই বলা হয় যে, হুযুরের (ﷺ) জ্ঞানকে বিভিন্ন শাখায় ভাগ করা যেতে পারে। যেমন তাঁর জ্ঞান বস্তু বা বিষয়ের একক, সামগ্রিক সত্ত্বা, মৌলিক সত্ত্বা ও খোদার পরিচিতি, এমন কি খোদার সত্তা গুণাবলী সম্পর্কিত পরিচিতিকেও পরিবেষ্টন করে রয়েছে। সুতরাং লওহ ও কলমের জ্ঞান হুযুর আলাইহিস সালামের জ্ঞান সমুদ্রের একটি খালতুল্য কিংবা তাঁর জ্ঞানের দপ্তরের এক অক্ষর সদৃশ মাত্র।"[১১৩] আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার 'তাফসীরে রূহুল বয়ানে' ولا تخط بيمينك আয়াতটির[১১৪] ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন–

كَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَعْلَمُ الْخَطُوْطَ وَيُخْبِرُ عَنْهَا.-"হুযুর আলাইহিস সালাম লিখতে জানতেন এবং সে বিষয়ে অপরকেও জ্ঞাত করতেন।"[১১৫] এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে আমার লিখিত ***"প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন"*** **১ম** খন্ডের ২১৯-২২৫ পৃষ্ঠায় দেখুন।

৮.স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা নিজেই রাসূল (ﷺ) কে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন ঃ

জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) কে রাসূল (ﷺ)-এর উস্তাদ বা কেউ শিক্ষা দেননি। যারা অনুরূপ বলবে তারা পথভ্রষ্ট।

اَلرَّحْمٰنُ. عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ. خَلَقَ الْاِنْسَانَ -عَلَّمَهُ الْبَيَانَ.

তাফসীর সমৃদ্ধ অনুবাদ ঃ দয়াবান আল্লাহ তা'য়ালা স্বীয় মাহবুবকে কুরআন শিখিয়েছেন, মানবতার প্রাণতুল্য হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) কে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁকে সৃষ্টির পূর্বাপর সব কিছুর তাৎপর্য বাতলে দিয়েছেন।"[১১৬]

---

১১২ .মোল্লা আলী ক্বারী ঃ শরহে কাসীদায়ে বুরাদা ঃ ১১০ পৃ.
১১৩ .মোল্লা আলী ক্বারী ঃ শরহে কাসীদায়ে বুরাদা ঃ ১১৭ পৃ.
১১৪ .সূরা ঃ আনকাবুত ঃ আয়াত ঃ ৪৮, পারা ঃ ২১
১১৫ .আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী ঃ তাফসীরে রূহুল বায়ান ঃ ৬/৬১০ পৃ.
১১৬ .সূরা রাহমান, আয়াত ঃ ১-৪

তাফসীরে 'মাআলেমুত-তানযীল' ও 'হুসাইনী'তে এ আয়াতের ব্যাখ্যা করা হয়েছে নিম্নরূপ–

خَلَقَ الْاِنْسَانَ اَىْ مُحَمَّدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَمَّهُ الْبَيَانَ. يَعْنِىْ بَيَانَ مَاكَانَ وَمَا يَكُوْنَ.

-"আল্লাহ তা'য়ালা মানবজাতি তথা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত বিষয়ের বর্ণনা শিক্ষা দিয়েছেন।"[১১৭]

'তাফসীরে খাযেনে' এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখা হয়েছে–

قِيْلَ اَرَادَ بِالْاِنْسَانِ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ يَعْنِىْ بَيَانَ مَاكَانَ وَمَايَكُوْنَ لِاَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَبِى عَنَ خَبْرِ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاَخِرِيْنَ وَعَنْ يَوْمِ الدِّيْنِ.

-"বলা হয়েছে যে, (উক্ত আয়াতে) 'ইনসান' বলতে হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) কে বোঝানো হয়েছে। তাঁকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব বিষয়ের বিবরণ শিক্ষা দেয়া হয়েছে। কেননা, তাঁকে পূর্ববতী ও পরবর্তীদের ও কিয়ামতের দিন সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে।"[১১৮]

তাফসীরে 'রূহুল বয়ানে' এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে–

وَعَلَّمَ نَبِيَّنَا عَلَيْهِ السَّلَام الْقُرْاٰنَ وَاَسْرَارَ الْاُلُوْهِيَة كَمَا قَالَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ.

-"আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের নবী ﷺ কে কুরআন ও স্বীয় প্রভুত্বের রহস্যাবলীর জ্ঞান দান করেছেন, যেমন স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা ফরমায়েছেন– وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ সে সব বিষয় আপনাকে শিখিয়েছেন, যা আপনি জানতেন না।"[১১৯]

৯. চাঁদ ও সূর্যের আলোতে রাসূল (ﷺ)'র ছায়া জমিনে পড়তো না :

এটি নবি (ﷺ)'র অসংখ্য মু'জিযা হতে অন্যতম একটি মু'জিযা।

اخرج الْحَكِيم التِّرْمِذِيّ عَن ذكْوَان ان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يكن يرى لَهُ ظلّ فِي شمس وَلَا قمر-

-"হযরত যাকওয়ান (رضي الله عنه) বলেন হুযুর (ﷺ) এর ছায়া চাঁদ সূর্যের আলোতে জমীনে পড়ত না।"[১২০] ইমাম আব্দুর রায্যাক (ওফাত. ২১১হি.) বর্ণনা করেন-

---

১১৭ .মোল্লা মুঈন কাশেফী : তাফসীরে হুসাইনী : সূরা : ইউসূফ, আয়াত : ১১১

১১৮ .ইমাম খাযিন : তাফসীরে খাযিন : ৪/২০৮ পৃ.

১১৯ .আল্লামা ঈসমাঈল হাক্কী : তাফসীরে রূহুল বায়ান : ৯/২৮৯পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

১২০ .ক.ইমাম হাকেম তিরমিযী: নাওয়াদিরুল উসূল : পৃ-১/২৯৮পৃ, জালালুদ্দীন সূয়তী : খাসায়েসুল কোবরা : ১/১২২ পৃ:, হাদিস : ৩২৮, ইমাম কুস্তালানী : মাওয়াহেবে লাদুন্নীয়া : ২/১২০পৃ, ইমাম যুরকানী : শরহুল মাওয়াহেব : ৪/২২০পৃ. শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী : মাদারেজুন নবুওয়াত : ১/১৪২পৃ, শায়খ ইউসূফ নাবহানী : হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামিন : পৃ : ৬৬৮, মাকতুবাতুল তাওফিকহিয়্যাহ, মিশর, শায়খ ইউসূফ নাবহানী : যাওয়াহিরুল বিহার : ৩/১৪২ পৃঃ ইমাম মাহদী আল-ফার্সী : মাতালিউল মুসাররাত : পৃষ্ঠা নং : ৩৬৫, ইবনে সালেহ : সুবলুল হুদা ওয়ার রাশাদ : ২/৯০পৃ, আল্লামা ইমাম আহমদ রেযা : নুরুল মুস্তফা : পৃষ্ঠা

عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال : اخبرنى نافع أن ابن عباس قال : لم يكن مع الشمس قط الا غلب ضوءه الشمس , ولم يقم مع سراج قط الا غلب ضوءه السراج-

-"ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহমতুল্লাহি আলায়হি) হযরত ইবনে যুরাইয (রহমতুল্লাহি আলায়হি) হতে তিনি হযরত নাফে (রহ.) হতে তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে তিনি বলেন, হুযুর (ﷺ)'র কোন ছায়া ছিল না, **তাঁর ছায়া সূর্যের আলোতে পড়তো না** বরং তাঁর নূরের আলো সূর্যের আলোর উপরে প্রধান্য বিস্তার করতো এবং কোন বাতির আলোর সামনে দাড়ালেও বাতির আলোর উপরে তাঁর নূরের আলো প্রাধান্য বিস্তার করতো।"[১২১]

وقال عثمان إن الله ما أوقع ظلم على الأرض لئلا يضع إنسان قدمه على ذلك الظل

-"ইসলামের তৃতীয় খলিফা আমিরুল মু'মিনীন হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন হুযুর (ﷺ) এর ছায়া আল্লাহ যমিনে ফেলেননি যাতে কোন **মানুষ তার ছায়ার উপর পা** রাখতে না পারে।"[১২২] ইমাম কাজি আয়ায মালেকী এবং ইমাম সাখাভী (রহমতুল্লাহি আলায়হি) বলেন-

وَمَا ذُكِرَ من أَنَّهُ كَانَ لَا ظل شخصه فِي شَمْسٍ وَلَا قَمَرٍ لِأَنَّهُ كَانَ نُورًا وَأَنَّ الذُّبَابَ كَانَ لَا يَقَعُ عَلَى جَسَدِهِ وَلَا ثِيَابِهِ-

-"তাঁর নবুওয়াত ও রিসালাতের প্রমাণাদির মধ্যে এটাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁর **শরীর মোবারকের ছায়া হতো** না, না সূর্যালোকে না চন্দ্রালোকে। কারণ তিনি ছিলেন নূর। তাঁর শরীর ও পোশাকে মাছি বসত না।"[১২৩]

১০.রাসূল (ﷺ) এর মি'রাজ জাগ্রত অবস্থায় হয়েছিল ঃ

আল্লামা শায়খ জামালুদ্দীন আহমদ গাযনুভী হানাফী (রহমতুল্লাহি আলায়হি) {৫৯৩হি.}বলেন-

والمعراج حق عرج رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بشخصه فِي الْيَقَظَة إِلَى السَّمَاء ثمَّ إِلَى حَيْثُ شَاءَ الله -"**মি'রাজ সত্য, তা হলো রাসূল (ﷺ)'র জাগ্রত অবস্থায় আসমানে ভ্রমণ, তারপর আল্লাহর ইচ্ছা যতটকু ততটুকু।**"[১২৪] **ইমাম ত্বাহাবী (রহমতুল্লাহি আলায়হি) বলেন-**

নং ৮২, ইমাম মুকরিযী : আল ইমতাওল আসমা : ১০/৩০৮ পৃষ্ঠা, ইমাম মুকরিযী : মাকারুম বিখাসায়েসুন্নবী : এর ২/২৩৫ পৃষ্ঠা।

১২১ .ইমাম আব্দুর রাজ্জাক : জযউল মুফকুদ মিন মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক : ১/৫৬ পৃ.হাদিস : ২৫

১২২ ক. ইমাম আবুল বারাকাত নাসাফী : তাফসীরে মাদারিক : ২/৪৯২পৃ. সূরা নুর, আল্লামা শফী উকাড়ভী : শামে কারবালা : ৩২৪প, এবং জিকরে জামীল:৩২৪প, গোলাম রাসূল সাঈদী : তাওজিহুল বায়ান: পৃ-২৪২, আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী, রিসালায়ে নূর,২৫পৃ.

১২৩ .ক.কাজী আয়ায : শিফা শরীফ, ১/৪৬২পৃ. ইমাম সাখাভী, মাকাসিদুল হাসানা, ৮৫পৃ.হাদিস ঃ ১২৬, (এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে আমার লিখিত *"প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মাচন"* ১ম খণ্ডের ১৭৩-১৮৬পৃষ্ঠা পর্যন্ত দেখুন। ইনশাআল্লাহ আশা করি পাঠকবৃন্দের সঠিক বিশ্বাস ফিরে আসবে।)

১২৪ .শায়খ জামালুদ্দীন আহমদ গাযনুভী হানাফী, উসূলুদ্-দ্বীন, ১/১৩৪পৃ. দারুল বাশায়েরুল ইসলামিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রথম প্রকাশ, ১৪১৯ হি.

وَالْمِعْرَاجُ حَقٌّ، وَقَدْ أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُرِجَ بِشَخْصِهِ فِي الْيَقَظَةِ، إِلَى السَّمَاءِ. ثُمَّ إِلَى حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الْعُلَا وَأَكْرَمَهُ اللَّهُ بِمَا شَاءَ، وَأَوْحَى إِلَيْهِ مَا أَوْحَى،

-"মি'রাজ হলো রাসুল (ﷺ) এর জীবনে সংঘটিত একটি সত্য ঘটনা। নবি করিম (ﷺ)-কে রাত্রিতে ভ্রমন করানো হয়েছে এবং জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে আল্লাহ তা'য়ালা যতদূর ইচ্ছা করেছেন, আকাশের দিকে তাকে উত্তোলন করেছেন। আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন, তা দ্বারা তাঁকে সম্মানিত করেছেন। আর আল্লাহ তাঁর প্রতি যা প্রত্যাদেশ করার তা প্রত্যাদেশ করেছেন।"[১২৫] **মুফতি আমিমুল ইহসান (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর মতে-**

وَالْمِعْرَاجُ صعوده صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ إِلَى السَّمَاءِ فِي الْيَقَظَةِ

-"মি'রাজ হলো রাসূল (ﷺ)'র ঊর্ধ্বগমন, যা জাগ্রত অবস্থায় আসমানে হয়েছিল।"[১২৬]

ইমাম কালাবাজি বুখারী হানাফি রহমাতুল্লাহি আলায়হি (ওফাত. ৩৮০হি.) বলেন-

أقروا بمعراج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأَنه عرج بِهِ إِلَى السَّمَاء السَّابِعَة وَإِلَى ماشاء الله فِي لَيْلَة فِي الْيَقَظَة ببدنه-"রাসূল (ﷺ)'র মি'রাজের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে যে, নিশ্চয় তা জাগ্রত অবস্থায় এবং সপ্তম আকাশেরও উপরে রাতে আল্লাহর যতটুকু ইচ্ছা ততটুকু নিয়েছেন।"[১২৭] ইমাম আবুল হোসাইন আমরা'নী ইয়ামেনী রহমাতুল্লাহি আলায়হি {ওফাত.৫৫২হি.} বলেন-

وعند أهل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أسرى به في اليقظة لا في المنام من المسجد الحرام أي الحرام- "হাদিসবেত্তাদের নিকট রাসূল (ﷺ)'র মি'রাজ ঘুমে নয় বরং জাগ্রত **অবস্থায়ই** হয়েছিল, আর তা মসজিদে হারাম থেকেই হয়েছে।"[১২৮] **আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বর্ণনা করেন হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন যে,**

فِي الْيَقَظَةِ رَآهُ بِعَيْنِهِ، -" **রাসূল (ﷺ) মি'রাজের রজনীতে তার রবকে জাগ্রত অবস্থায় চর্ম চক্ষু দ্বারা অবলোকন করেছেন।"[১২৯] বুঝা গেলে জাগ্রত অবস্থায় মি'রাজ না হলে জাগ্রত অবস্থায় আল্লাহ দেখার কথা চিন্তা করা অবান্তর। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন-**

أَنَّ الْإِسْرَاءَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ كَانَ فِي الْيَقَظَةِ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ-"**নিশ্চয় বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত রাতে ভ্রমণ ইসরা বা মি'রাজ জাগ্রত অবস্থায় হয়েছে তা কোরআন থেকেই সুস্পষ্টভাবে**

---

১২৫. ইমাম তাহাভী হানাফী, (শরাহ সহ) আক্বিদাতুত তাহাবী, ১/১৯৫পৃ.

১২৬. মুফতি আমিমুল ইহসান, কাওয়াইদুল ফিক্হ, পৃ.২৭২

১২৭. ইমাম কালাবাজি, আল-তারুফুল মাযহাবে আহলে তাসাউফ, ৫৭পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

১২৮. ইমাম ইয়ামেনী, ইনতিছার ফি রদ্দে আ'লা মুতাযিলা, ২/৬৫১পৃ.উদওয়াউল সালাফ, রিয়াদ, সৌদি, প্রকাশ.১৪১৯হি.।

১২৯. মোল্লা আলী ক্বারী, মেরকাত, ৯/৩৭৫৭পৃ. হাদিস, ৫৮৬১, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

প্রমাণিত।"[১৩০] তাই বুঝা যায় বায়তুল মুকাদ্দাস যদি জাগ্রত অবস্থায় না হয় তার পরপরই তো তিনি বুরাকে আসমানে গিয়েছিলেন। বুঝা গেল বাকীটাও জাগ্রত অবস্থায়ই হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তিনি এ কিতাবের অন্য স্থানে বলেন- أَنَّ الْإِسْرَاءَ كَانَ فِي الْيَقَظَةِ -"নিশ্চয় ইসরা জাগ্রত অবস্থায় হয়েছে।"[১৩১]

বর্তমান আহলে হাদিস তথা সালাফিরা রাসূল (ﷺ)'র জাগ্রত অবস্থায় মি'রাজ হওয়াকে অস্বীকার করছে। তাদের এ মতের খণ্ডনে 'আকিদাতুত ত্বহাবী' গ্রন্থের ব্যাখ্যায় আল্লামা মুহাম্মদ তাইয়্যিব (রহ.) বলেন-

قوله تعالى: أَسْرَى بِعَبْدِهِ اشارة الى الْمِعْرَاجُ الجسماني لا فى المنام فان العبد ان ذات الشريف بمجموع الجسم والروح لا روح فقط والا قيل أَسْرَى بروحه او ذهب بروحه-

-"আল্লাহর বাণী-أَسْرَى بِعَبْدِهِ এটা সশরীরে মি'রাজ হওয়ার প্রতি ইশারা করছে। কেননা العبد হলো দেহ ও রূহের সমষ্টি। কেবল روح কে العبد বলা হয় না। روح -কে যদি عبد বলা হতো অথবা স্বপ্নের মাধ্যমে যদি মি'রাজ হতো, তাহলে أَسْرَى بِعَبْدِهِ-এর পরিবর্তে أَسْرَى بروحه অথবা ذهب بروحه বলা হতো।"{তথ্য সূত্র ঃ আকিদাতুত তাহাভী (শরাহ সহ) পৃ.৬৯}

আমাদের বক্তব্য হলো যদি ঘুমন্ত অবস্থায় মি'রাজ হতো, তাহলে কোন বিতর্কের সৃষ্টি হতো না। কারণ স্বপ্নেযোগে মানুষ সেকেন্ডের মধ্যে প্রাচ্য থেকে প্রাশ্চাত্য পর্যন্ত ভ্রমণ করা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। আরবদের এটা জানা ছিল। অথচ কাফেররা মি'রাজের ঘটনা প্রকাশ হওয়ার পর এর বিরুদ্ধে তুমুল বিতর্কে লিপ্ত হলো। সুতরাং এতে প্রমাণিত হয়, রাসূল (ﷺ)'র মি'রাজ সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় হয়েছিল। যা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতেরও অভিমত। ইমাম তাযুল কুরা বুরহান উদ্দিন কিরমানী (রহ.) (ওফাত.৫০৫হি.) বলেন-

ومذهب أهل السنة والجماعة في المعراج أنه أسرى بروحه وجسده إلى بيت المقدس، ثم إلى السماوات حتى انتهى إلى سدرة المنتهى، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى

-"এটাই আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অভিমত যে, রাসূল (ﷺ)'র ইসরা বায়তুল মুকাদ্দাস এবং সেখান থেকে সিদরাতুল মুনতাহা এবং আল্লাহর নিকট দু ধনুকের নিকটবর্তী হওয়া পর্যন্ত রূহ ও সশরীরের মাধ্যমেই সংঘটিত হয়েছে।"[১৩২]

---

১৩০ .ইবনে হাজার আসকালানী, ফতহুল বারী, ১৩/৪৮৯পৃ.

১৩১ .ইবনে হাজার আসকালানী, ফতহুল বারী, ১৩/৪৮০পৃ.

১৩২ . ইমাম তাযুল কুরা বুরহান উদ্দিন কিরমানী, গারায়েবুল তাফসীর, ১/৬২০পৃ. মুয়াস্সাতুল উলূমুল কোরআন, বয়রুত, লেবানন।

১১.মি'রাজের সময় ঃ

রাসূল (ﷺ)'র মি'রাজ হলো ২৭ই রজব বা ২৬ই রজব দিবাগত রাত। এ মতটিই সুপ্রসিদ্ধ ও অধিক গ্রহণযোগ্য। আল্লামা বদরুদ্দীন মাহমুদ আইনী (রহ.) বলেন-

كَانَ الْإِسْرَاء لَيْلَة السَّابِع وَالْعشْرين من رَجَب -"রাসূল (ﷺ)'র ইসরা ভ্রমণ বা মি'রাজ ২৭ই রজব হয়েছিল।"[১৩৩] বিশ্বের মুসলিম সমাজের সর্বত্র এ মতই সমধিক সুপ্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত।

১২.রাসূল (ﷺ) সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় আল্লাহ তা'য়ালা কে স্ব চক্ষে অবলোকন করেছেন। এ বিষয়ে নিম্নে কিছু হাদিসে পাক ও ইমামদের বক্তব্য দেয়া হলো-

قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يَحْلِفُ بِاللّٰهِ ثَلَاثَةً لَقَدْ رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ -"ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহ.) তাঁর "তাফসীরে" হযরত হাসান বসরী (রহ.) হতে বর্ণনা করেন তিনি কসম করে বলেছেন, **নিশ্চয়ই রাসূল (ﷺ) আল্লাহ তা'য়ালাকে দেখেছেন।**"[১৩৪]

وَرَوَى شَرِيكٌ عَنْ أَبِي ذَرّ رَضِيَ اللّٰه عَنْهُ فِي تَفْسِيرِ الآيَة قَالَ رَأَى النَّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسلم رَبَّهُ -'হযরত তাবেয়ি শারিক (রহ.) হযরত আবু যর গিফারী (রা.) হতে বর্ণনা করেন, অত্র আয়াত (হৃদয় যা দেখেছে তা মিথ্যা নয়) প্রসঙ্গে যে, হুযুর (ﷺ) **আল্লাহ তা'য়ালার দর্শন লাভ করেছেন।**"[১৩৫] হযরত আবুল হাসান আশ'আরী (রহ.) বলেন,

وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيل الْأَشْعَرِي رَضِيَ اللّٰه عَنْهُ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِه أَنَّهُ رَأَى اللّٰه تعالى ببصره وعيسى رَأْسِه وَقَالَ كُلّ آيَة أُوتِيهَا نَبِيّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ فَقَدْ أُوتِي مِثْلَهَا نَبِيُّنا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُصَّ مِنْ بَيْنِهِمْ بِتَفْضِيلِ الرُّؤْيَة-

-"আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকায়েদের ইমাম আবুল হাসান আলী আশ'আরী (রহ.) ও তাঁর এক জামাত সঙ্গী-সাথী বলেন **হুযুর (ﷺ) আল্লাহ তা'য়ালাকে কপালের চোখ দ্বারা অবলোকন করেছেন।** তাঁরা আরও বলেন, অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরামকে যত মু'জিজা দেওয়া হয়েছে অনুরূপ মু'যিজা হুযুর (ﷺ) কে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু হুযুর (ﷺ) কে অগ্রবর্তী করে দিদারে এলাহী মু'যিজা দেওয়া হয়েছে।"[১৩৬] বুঝা গেল, কেউ যদি রাসূল (ﷺ)'র মি'রাজে আল্লাহ দেখার বিষয়টি অস্বীকার করে তাহলে সে নিঃসন্দেহে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বহির্ভূত এবং পথভ্রষ্ট বাতিল ফিরকা হিসেবে গণ্য।

---

১৩৩ .আইনী, উমদাতুল ক্বারী, ৪/৩৯পৃ. দারু ইহইয়াউত্-তুরাসুল আরাবী, বয়রুত, লেবানন।
১৩৪. ক.৩/২৫১পৃ. হাদিস ঃ ৩০৩৩, খ. কাজী আয়াজ : শিফা শরীফ : ১/১১৫, গ. মোল্লা আলী কারী : শরহে শিফা : ১/৪২৮ পৃ.
১৩৫ ক.কাজী আয়াজ : শিফা শরীফ : ১/১১৬পৃ. মোল্লা আলী ক্বারী : শরহে শিফা : ১/৪২৬ পৃ
১৩৬ .কাজী আয়াজ : শিফা শরীফ : ১/১১৮ পৃ. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : শরহে শিফা : ১/৪২৯ পৃ.

قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْفَضْلِ وَفَّقَهُ اللَّهُ : والحق الذي لا امتراءالحق الذى لا امتراء فيه ان فِيهِ أَنَّ رُؤْيَتَهُ تَعَالَى فِي الدُّنْيَا جَائِزَةٌ عَقْلًا. وَلَيْسَ فِي الْعَقْلِ مَا يُحِيلُهَا-

-"ইমাম কাযি আবুল ফজল আয়াজ (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) তিনি বলেন, সত্য কথা হলো আকলের দিক থেকে এ বিষয়ে **সন্দেহ পোষণ করার কোন অবকাশ নেই যে, দুনিয়াতে তিনি আল্লাহর দীদার লাভ করেছেন**। আর আকলের দিক থেকে বিরূপ কোন প্রমাণও নেই যে, এরূপ হওয়া অসম্ভব।"[১৩৭]

وقال الغزالي في الإحياء والصحيح أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رأى الله تعالى ليلة المعراج-

-**"ইমাম গাযযালী** (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) 'ইহইয়াউল উলুমুদ্দী'নে বলেন, এ মতই সহিহ বা বিশুদ্ধ যে **মি'রাজের রজনীতে রাসূল (ﷺ) আল্লাহ তা'য়ালাকে দেখেছেন**।"[১৩৮]

قال النووى عند اكثر العلماء انه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينى رأسه ليلة المعراج الاسرٰء-

-**"ইমাম নববী** (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, অধিকাংশ ওলামার নিকট এই মতই প্রাধান্য পেয়েছে যে, নবী করীম (ﷺ) মি'রাজের রজনীতে স্বীয় **প্রতিপালককে তাঁর কপালের চক্ষু দ্বারা দেখছেন**।"[১৩৯] রাসূল (ﷺ) নূরের সৃষ্টি বলেই তিনি তার রবকে দেখতে পেরেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন,

كَمَا أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - رَآهُ فِي الدُّنْيَا لِانْقِلَابِهِ نُورًا

-"নবীজি পাক (ﷺ) **এই জগতেই আল্লাহ তা'য়ালাকে দেখেছেন**, কেননা তিনি নিজেই নূরে পরিণত হয়েছিলেন।"[১৪০] এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে আমার লিখিত ***"প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন"*** ১ম খণ্ডের ১২৮-১৩৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দেখুন।

১৩. রাসূল হায়াতুন্নবি (ﷺ) হিসেবে এখনও রওজা শরিফে আছেন ঃ

ইতোপূর্বে সমস্ত নবিরা জীবিত তা আলোকপাত করা হয়েছে সে হিসেবে রাসূল (ﷺ)ও নিঃসন্দেহ রওজা শরিফে জীবিত। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূল (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন-

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَيَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ تُحْدِثُونَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ وَيُحْدَثُ لَكُمْ، وَوَفَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ، فَمَا رَأَيْتُ مِنْ خَيْرٍ حَمِدْتُ اللَّهَ عَلَيْهِ، وَمَا رَأَيْتُ مِنْ شَرٍّ اسْتَغْفَرْتُ اللَّهَ لَكُمْ. -"আমার হায়াত তোমাদের জন্য উত্তম বা রহমত। কেননা আমি তোমাদের সাথে কথা বলি তোমরাও আমার সাথে কথা বলতে পারছ।

---

১৩৭ .কাজী আয়াজ : শিফা শরীফ : ১/১১৮ পৃ., আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : শরহে শিফা : ১/৪২৯ পৃ.
১৩৮ . আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : শরহে শিফা : ১/৪২৩ পৃ.
১৩৯ .ইমাম যুরকানী : শরহে মাওয়াহেব : ৬/১১৬পৃ, মোল্লা আলী ক্বারী : শরহে শিফা : ১/৪২৫ পৃ., ইমাম নবভী : শরহে মুসলিম : ১ম খন্ড, শায়খ ইউসুফ নাবহানী, যাওয়াহিরুল বিহার : ৩/৩২২ পৃ
১৪০ .মোল্লা আলী ক্বারী, মিরকাতুল মাফাতিহ, ঈমান বিল ক্বদর, ১/২৬৬পৃ. হাদিস ঃ ৯১

এমনকি আমার ওফাতও তোমাদের জন্য উত্তম বা নেয়ামত। কেননা তোমাদের আমল আমার নিকট পেশ করা হবে এবং আমি তা দেখবো। যদি তোমাদের কোন ভালো আমল দেখি তাহলে আমি আল্লাহর নিকট প্রশংসা করবো, আর তোমাদের মন্দ কাজ দেখলে আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্য (তোমাদের পক্ষ হতে) ক্ষমা প্রার্থনা করবো।"[১৪১] উক্ত হাদিস প্রসঙ্গে ইমাম হাইসামী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন- رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. -"উক্ত হাদিসের সমস্ত বর্ণনাকারী সিকাহ বা বিশ্বস্ত।" এ বিষয়ের বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা সম্পর্কে ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) সর্বশেষ বলেন,

حَيَاةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَبْرِهِ هُوَ وَسَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ مَعْلُومَةٌ عِنْدَنَا عِلْمًا قَطْعِيًّا لِمَا قَامَ عِنْدَنَا مِنَ الْأَدِلَّةِ فِي ذَلِكَ وَتَوَاتَرَتْ الْأَخْبَارُ، وَقَدْ أَلَّفَ الْبَيْهَقِيُّ جُزْءًا فِي حَيَاةِ الْأَنْبِيَاءِ فِي قُبُورِهِمْ، فَمِنَ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى ذَلِكَ

-"হায়াতুন্নবী (ﷺ) তথা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) স্বীয় রওযা মোবারকে জীবিত এবং সমস্ত নবীগণই জীবিত যা অকাট্য জ্ঞান দ্বারা পরিজ্ঞাত। কেননা, এ ব্যাপারে আমাদের নিকট দলীল প্রমাণ অকাট্য এবং এ প্রসঙ্গে অনেক মুতাওয়াতির হাদিস বর্ণিত হয়েছে (আনবিয়াউল আযকিয়া)।"[১৪২] সকল উলামাগণ একমত যে (মুতাওয়াতির) এ পর্যায়ের হাদিসকে ইনকার করলে কাফের হয়ে যাবে। এ বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আমার লিখিত *"প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন"* এর ১ম খন্ডের ৪০৭-৪১১পৃষ্ঠা দেখুন। ইনশাআল্লাহ আপনাদের সঠিক বিষয়টি বুঝে আসবে।

১৪.তিনি (ﷺ) ওফাতের পরেও তেমন; যেমন হায়াতে ছিলেন ঃ

আল্লামা ইমাম ইবনুল হজ্জ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) "আল মাদখাল" গ্রন্থে ও ইমাম শিহাবুদ্দীন কুস্তালানী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তার "মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া" গ্রন্থে "বাবুল জিয়ারাতুল কুবুর শরিফ" শীর্ষক অধ্যায়ে বলেছেন-

وَقَدْ قَالَ عُلَمَاؤُنَا رَحْمَةُ إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَوْتِهِ وَحَيَاتِهِ أَعْنِي فِي مُشَاهَدَتِهِ لِأُمَّتِهِ وَمَعْرِفَتِهِ بِأَحْوَالِهِمْ وَنِيَّاتِهِمْ وَعَزَائِمِهِمْ وَخَوَاطِرِهِمْ، وَذَلِكَ عِنْدَهُ جَلِيٌّ لَا خَفَاءَ فِيهِ. -

-"আমাদের সুবিখ্যাত উলামায়ে কিরাম বলেন যে, হুযুর (ﷺ) এর জীবন ও ওফাতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তিনি নিজ উম্মতকে দেখেন, তাদের অবস্থা, নিয়ত, ইচ্ছা ও মনের কথা ইত্যাদি জানেন। এগুলো তার কাছে সম্পূর্ণ রূপে সুস্পষ্ট, বরং এই কথার মধ্যে কোন রূপ অস্পষ্টতা ও দুর্বোধ্যতার অবকাশ নেই।"[১৪৩]

---

১৪১. ক.বায্যার, আল-মুসনাদ ঃ ৫/৩০৮পৃ. হাদিস ঃ ১৯২৫, সুয়ূতি, জামিউস সগীর ঃ ১/২৮২পৃ. হাদিস ঃ ৩৭৭০-৭১, ইবনে কাছির ,বেদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪/২৫৭পৃ. মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ১১/৪০৭পৃ. হাদিস,৩১৯০৩, ইমাম ইবনে জওজী, আল-ওফা বি আহওয়ালি মোস্তফা, ২/৮০৯-৮১০পৃ. আল্লামা ইবনে কাছির, সিরাতে নববিয়্যাহ, ৪/৪৫পৃ.

১৪২ ক. আল্লামা আব্দুর রহমান জালালুদ্দীন সূয়তী : আল হাভীলিল ফাতাওয়া : ২/১৪৯ পৃ.

১৪৩ .ক. ইমাম কুস্তালানী : মাওয়াহেবে লাদুন্নীয়া : দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ৪/৫৮০ পৃ. আল্লামা ইবনুল হাজ্ব : আল মাদখাল : কালাম আলা যিয়ারতে সাইয়্যিদিল মুরসালীন : ১/২৫২পৃ, আল্লামা ইমাম যুরকানী : শরহুল মাওয়াহেব : ৪/৩১২ পৃ:

১৫. রাসূল (ﷺ) যেখানে যেখানে ইচ্ছা সেখানে পরিভ্রমণ করতে পারেন।

এ বিষয়ে ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়ূতি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) (ওফাত.৯১১হি.) এর প্রসিদ্ধ কিতাব [أَنْبَاءُ الْأَذْكِيَاءِ بِحَيَاةِ الْأَنْبِيَاءِ] এর ৭ পৃষ্ঠায় একটি হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন,

النَّظَرِ فِي أَعْمَالِ أُمَّتِهِ وَالِاسْتِغْفَارِ لَهُمْ مِنَ السَّيِّئَاتِ، وَالدُّعَاءِ بِكَشْفِ الْبَلَاءِ عَنْهُمْ، وَالتَّرَدُّدِ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ لِحُلُولِ الْبَرَكَةِ فِيهَا، وَحُضُورِ جِنَازَةِ مَنْ مَاتَ مِنْ صَالِحِ أُمَّتِهِ، فَإِنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ مِنْ جُمْلَةِ أَشْغَالِهِ فِي الْبَرْزَخِ كَمَا وَرَدَتْ بِذَلِكَ الْأَحَادِيثُ وَالْآثَارُ -

-"উম্মতের বিবিধ কর্ম কাণ্ডের প্রতি দৃষ্টি রাখা, তাদের পাপরাশির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, তাদের বালা মসিবত থেকে রক্ষা করার জন্য দুআ করা, **পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে** আনাগোনা করা ও বরকত দান করা এবং নিজ উম্মতের কোন **নেক বান্দার ওফাত হলে তার জানাযাতে অংশগ্রহণ** করা, এগুলোই হচ্ছে হুযুর (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর সখের কাজ। অন্যান্য হাদিস থেকেও এসব কথার সমর্থন পাওয়া যায়।"[১৪৪] বিশ্ববিখ্যাত মুফাস্‌সির আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাফসীরে রুহুল বায়ানে সূরা মূলকের ২৯নং আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন-

قال الامام الغزالي رحمه الله تعالى والرسول عليه السلام له الخيار فى طواف العوالم مع أرواح الصحابة رضى الله عنهم لقد رآه كثير من الأولياء -

-"সুফীকুল সম্রাট হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গায্‌যালী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন, হুযুর (ﷺ) এর সাহাবায়ে কিরামের রূহ মোবারক সাথে নিয়ে জগতের **বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণের ইখতিয়ার** আছে। তাই অনেক আওলিয়া কিরাম তাঁদেরকে দেখেছেন।"[১৪৫] মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ মিরকাতুল মাফাতীহ এর بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ শীর্ষক অধ্যায়ের মোল্লা আলী ক্বারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন-

وَلَا تَبَاعُدَ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ حَيْثُ طُوِيَتْ لَهُمُ الْأَرْضُ، وَحَصَلَ لَهُمْ أَبْدَانٌ مُكْتَسَبَةٌ مُتَعَدِّدَةٌ، وَجَدُوهَا فِي أَمَاكِنَ مُخْتَلِفَةٍ فِي آنٍ وَاحِدٍ، -"ওলীগণ **একই মুহূর্তে কয়েক জায়গায়** বিচরণ করতে পারেন। একই সময়ে তারা একাধিক শরীরের অধিকারীও হতে পারেন।"[১৪৬] তাই এক সময়েই বহু জায়গায় মিলাদ মাহফিল হয় ওলীগণ যদি একাধিক শরীরে বহু জায়গায় যেতে পারেন তাহলে রাসূল (ﷺ) যেতে পারবেন না কেন? বরং তার সাথে কোন তুলনাই হতে পারে না ? শিফা শরীফে ইমাম কাযী আয়ায আল-মালেকী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) লিখেন,

---

১৪৪ .সুয়ূতি, আল-হাভী লিল ফাতওয়া,২/১৮৪-১৮৫পৃ.দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত,লেবানন।

১৪৫ . আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী : তাফসীরে রুহুল বয়ান : ১০/৯৯পৃ. সূরা মুলক, আয়াত.নং.২৯।

১৪৬ .আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : মেরকাত চতুর্থ খন্ড, পৃ- ১০১ হাদিস নং-১৬৩২

قَالَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ فَقُلْ السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِينَ -"যে ঘরে কেউ না থাকে, সে ঘরে (প্রবেশের সময়) বলবেন, হে নবী আপনার প্রতি সালাম, আপনার উপর আল্লাহর অশেষ রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।"[১৪৭] এর ব্যাখ্যায় আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) শরহে শিফা গ্রন্থে লিখেন-

أي لأن روحه عليه السلام حاضر في بيوت أهل الإسلام -"কেননা, নবী (ﷺ) এর পবিত্র রুহ মুসলমানদের ঘরে ঘরে বিদ্যমান আছেন।"[১৪৮]

১৬. রাসূল (ﷺ) এর দৃষ্টিতে সব কিছু হাযির ও নাযির ঃ

আমরা কি করি না করি তিনি তা রওজা শরিফ থেকে অবলোকন করেন। ইতোপূর্বে আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর হাদিস বর্ণনা করেছিলাম, সেখানে রয়েছে রাসূল (ﷺ) আমাদের ভালো-খারাপ সব কাজ তিনি দেখতে পান। এ বিষয়ে আমরা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে–

إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ رَفَعَ لِيَ الدُّنْيَا فَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى كَفِّي هَذِهِ. -"আল্লাহ তা'য়ালা আমার সামনে সারা দুনিয়াকে তুলে ধরেছেন। তখন আমি এ দুনিয়াকে এবং এতে কিয়ামত পর্যন্ত যা' কিছু হবে এমনভাবে দেখতে পেয়েছি, যেভাবে আমি আমার নিজ হাতকে দেখতে পাচ্ছি।"[১৪৯]

হযরত ছওবান (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন-

إِنَّ اللّٰهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا.

-"আল্লাহ তা'য়ালা আমার সম্মুখে গোটা পৃথিবীকে এমনভাবে সঙ্কুচিত করে দিয়েছেন যে, আমি পৃথিবীর পূর্বপ্রান্ত ও পশ্চিমপ্রান্ত সমূহ স্বচক্ষে অবলোকন করেছি।"[১৫০]

---

১৪৭ .ইমাম কাজী আয়াজ : শিফা তাহরিফে হুকুকে মোস্তফা : ২/৪৩ পৃ.

১৪৮ .আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী শরহে শিফা : ২/১১৮ পৃ. দারুল কুতুব ইসলামিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

১৪৯ .ক. ইমাম আবু নুঈম ঃ হুলিয়াতুল আউলিয়া ঃ ৬/১০১ পৃ. ইমাম জালালুদ্দীন সূয়তী ঃ খাছায়েসুল কোবরা ঃ ২/১৮৫ পৃ., ইমাম তাবরানী ঃ মু'জামুল কবীর ঃ ১/৩৮২পৃ., মুত্তাকী হিন্দী ঃ কানযুল উম্মাল ঃ ১১/৪২০ হাদিস ঃ ৩১৯৭১, ইমাম কুস্তালানী ঃ মাওয়াহেবে লাদুন্নীয়া ঃ ৩/৯৫ পৃ., মুত্তাকী হিন্দী ঃ কানযুল উম্মাল ঃ ১১/১৩৭৮ হাদিস ঃ ৩১৮১০, হায়সামী ঃ মাযমাউদ যাওয়াহিদ ঃ ৮/২৮৭ পৃ., (এ হাদিসটির সনদের ব্যাপারে অনেক বাতিলপন্থী আপত্তি তুলেছেন। তাদের আপত্তির দাঁতভাঙা জবাব সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হাদিস শাস্ত্রের উপর গবেষনামূলক গ্রন্থ "প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন" ১ম খন্ডের ৫০৭-৫০৮পৃষ্ঠা দেখুন।)

১৫০ .মুসলিম ঃ আস-সহীহ ঃ ৪/২২১৬ হাদিস ঃ ২৮৮৯, আবু দাউদ ঃ আস-সুনান ঃ কিতাবুল ফিতান ঃ ৪/৯৫ হাদিস ঃ ৪২৫২, ইমাম আহমদ ঃ আল-মুসনাদ ঃ ৫/২৮৪ হাদিস ঃ ২২৫০, আবু দাউদ ঃ আস-সুনান ঃ ৪/৯৭ পৃ. হাদিস ঃ ৪২৫২, তিরমিজী ঃ আস-সুনান ঃ হাদিস ঃ ২১৮২, নাসায়ী ঃ সুনানে কোবরা ঃ হাদিস ঃ ১৬২৭, ইবনে হিব্বান ঃ আস-সহীহ ঃ ১৬/ হাদীস ঃ ৭২৩৬, ইবনে মাজাহ ঃ আস-সুনান ঃ হাদীস ঃ ৩৯৫২, খতিব তিবরিযী ঃ মেশকাত ঃ ৪/৩৫৪পৃ. হাদীস ঃ ৫৭৫০

১৭.রাসূল (ﷺ) এর রওজা জিয়ারত একটি বরকতময় আমল ঃ

কেননা তাঁর রওজা জিয়ারত পূর্নাঙ্গ বিশ্বাস স্থাপন করে করলে মু'মিনের জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (ﷺ) হতে বর্ণিত রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন-مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي -"যে আমার রওজা যিয়ারত করবে তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব।"[১৫১] এ হাদিস থেকে দূর থেকে সফর করে রওযা যিয়ারতের বৈধতা প্রমাণ হয়।[১৫২]

১৮. হুযুর (ﷺ) এর শাফায়াত সত্য ঃ

হাশরে তিনি শুধু উম্মতের সগীরা গুনাহের জন্য নয়, বরং তাঁর উম্মতের কবীরাহ গুনাহের জন্যই শাফায়াত করবেন। হযরত আনাস বিন মালেক (ﷺ) হতে বর্ণিত রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন- شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي -"আমি আমার উম্মতের কবীরাহ গুনাহের জন্য সুপারিশ করবো।"[১৫৩] এ হাদিসটি অনেক সাহাবায়ে কেরাম বর্ণনা করেছেন।"[১৫৪]

১৯. হাশরে শুধু নবীজী শাফায়াত করবেন শুধু তাই নয়, বরং রাসূল (ﷺ) আরও অনেককে সুপারিশ করার ক্ষমতা দিবেন। হযরত উসমান (ﷺ) হতে বর্ণিত রাসূল (ﷺ) ইরশাদ ফরমান-

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ: الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الْعُلَمَاءُ، ثُمَّ الشُّهَدَاءُ

-"কিয়ামতের ময়দানে তিন ধরনের মানুষই সুপারিশ করবে, নবীগণ, তারপর আলেমগণ এবং তারপর আল্লাহর রাস্তায় শহীদগণ।"[১৫৫] বিভিন্ন হাদিসে আরও অনেক লোকদের বর্ণনা রয়েছে।[১৫৬] উক্ত হাদিসটিকে নবম শতাব্দীর মুজাদ্দেদ ইমাম হাফেয জালালুদ্দীন সুয়ূতি বলেন হাদিসটি "হাসান"। অনুরূপভাবে আল্লামা আযলূনী, ইমাম বায়হাকীও গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নিয়েছেন।

---

১৫১ .দারেকুতনী, আস্-সুনান, ৩/৩৩৪পৃ. হাদিস ঃ ২৬৯৫, মুয়াস্সাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ.১৪২৪হি.

১৫২ . এ বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে *"প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন"* ১ম খণ্ডের ৪২৩-৪৪০পৃষ্ঠা দেখুন।

১৫৩ .আবু দাউদ, আস্-সুনান, ৪/২৩৬পৃ. হাদিস ঃ ৪৭৩৯, মুয়াস্সাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪২৪হি. আলবানীও সনদটিকে সহিহ বলেছেন।

১৫৪ .এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে আমার লিখিত "প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন" ২য় খণ্ড দেখুন।

১৫৫. ইমাম ইবনে মাজাহ : আস-সুনান : ২/১৪৪৩ পৃ. হাদিস : ৪৩১৩, ইমাম জালালুদ্দীন সুয়তী : জামেউস-সগীর : ২/৭১৪ পৃ. হাদিস : ১০০১১, আহলে হাদিস আলবানী : দ্বঈফাহ : হাদিস : ১৯৭৮, আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/৩৬৫ পৃ. হাদিস : ৩২৫৯, খতিব তিবরিযী : মেশকাত : বাবুল হাওজওয়া শাফায়াত : ৩/৩১৮ পৃ. হাদিস নং : ৫৬১১, বায়হাকী : শুয়াবুল ঈমান : ২/২৬৫ পৃ. হাদিস : ১৭০৭, মুত্তাকী হিন্দী : কানযুল উম্মাল : ১০/১৫৯ পৃ. হাদিস : ২৮৭৭০

১৫৬ .এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে আমার লিখিত "প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন" ২য় খণ্ড দেখুন।

২০.রাসূল (ﷺ)'র আগমনের দিনে ঈদ উদ্‌যাপন করা বৈধ ঃ

মহান আল্লাহ তা'য়ালা নিয়ামত প্রাপ্তির পর তার শোকরিয়া আদায়ের জন্য মহান রব কুরআনে বহুবার তাগিদ দিয়েছেন। আর আল্লাহর বড় অনুগ্রহ বা নিয়ামত হলো রাসূল (ﷺ)। মহান আল্লাহ কুরআনে ইরশাদ করেন-

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

অনুবাদ ঃ হে হাবিব! আপনি বলে দিন আল্লাহর অনুগ্রহ (ইলম) ও তার রহমত (রহমাতাল্লিল আলামিন) প্রাপ্তিতে তাদের মু'মিনদের খুশি উদ্‌যাপন করা উচিত এবং তা তাদের জমাকৃত ধন সম্পদ অপেক্ষা শ্রেয়।"[১৫৭] এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম সুয়ূতী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন-

وَأخرج أَبُو الشَّيْخ عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا فِي الْآيَة قَالَ: فضل الله الْعلم وَرَحمته مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ الله تَعَالَى (وَمَا أَرْسَلْنَاك إِلَّا رَحْمَة للْعَالمين) (الْأَنْبِيَاء الْآيَة 107)

-"সাহাবি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে আল্লাহর (ফদ্বল) বা অনুগ্রহ দ্বারা ইলমকে এবং (রহমত) দ্বারা নবি করিম (ﷺ) কে বুঝানো হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন- হে হাবিব আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্ব-জগতের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি। (সুরা আম্বিয়া, ১০৭)।"[১৫৮] আওলাদে রাসূল (ﷺ) ইমাম আবু জাফর বাকের (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, এখানে (ফদ্বল) দ্বারাও নবি পাক (ﷺ) কে উদ্দেশ্য।[১৫৯] তাই বুঝা গেল মহান রব তা'য়ালাই তার রাসূল কে পাওয়ার কারণে আনন্দ বা ঈদ উদ্‌যাপনের নির্দেশ দিয়েছেন।

হযরত আবু বকর ও উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)'র ব্যাপারে আহলে জামাআতের আক্বীদা ঃ

আল্লাহর রাসূল (ﷺ)'র পরে পৃথিবীতে হযরত আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এরপর হযরত উমরের মর্যাদা। শীয়াসহ বিভিন্ন বাতিল পন্থীগণ হযরত আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র প্রতি ভালবাসা দেখাতে গিয়ে শাইখাইনের প্রতি খারাপ অমূলক কথা বার্তা বলে থাকেন এবং দাবি করে থাকেন যে রাসূল (ﷺ)'র পরে মাওলা আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'ই ছিলেন খিলাফতের উপযুক্ত পুরুষ, আর প্রথম দুই খলিফা কৌশলে ক্ষমতা দখলে নিয়েছিলো। নাউযুবিল্লাহ !

অথচ রাসূল (ﷺ) বারবার বলেছেন যে, আমার পরে তোমরা আবু বকর ও উমরকে অনুসরণ করবে। হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও ইরবাদ বিন সারিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত রাসুল (ﷺ) বলেন- فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّين -"তোমরা

---

১৫৭ .সুরা ইউনূছ, আয়াত, ৫৮

১৫৮ . ইমাম তিবরিসী, মাজমাউল বায়ান, ৫/১৭৭-১৭৮পৃ.,

১৫৯ .সুয়ূতী, তাফসীরে দুররুল মানসূর, ৪/৩৬৭পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, ইমাম আলূসী, তাফসীরে রুহুল মা'য়ানী, ১১/১৮৩পৃ. ইমাম তিবরিসী, মাজমাউল বায়ান, ৫/১৭৭-১৭৮পৃ., হাইয়্যান, তাফসীরে বাহারে মুহিত, ৫/১৭১পৃ. ইমাম জওজী, তাফসীরে যাদুল মাইসীর, ৪/৪০পৃ.

আমার সুন্নাত ও আমার চার খলিফার সুন্নাতকে আঁকড়ে ধর।"[১৬০] অন্য আরেক বর্ণনায় হযরত হুযায়ফা (ﷺ) হতে বর্ণিত রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন-

اقْتَدُوا بِالَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ. -"আমার পরে তোমরা আবু বকর ﷺ এবং উমর (ﷺ) কে অনুসরণ করবে।"[১৬১] তাই রাসূল (ﷺ) এর এ হাদিসের আদেশ মোতাবেক তাঁদের (চার খালিফার) অনুসরণ করাও আমাদের জন্য সুন্নাত।

হযরত উসমান (ﷺ)'র ব্যাপারে আহলে সুন্নাতের আক্বীদা

হযরত উসমান (ﷺ) ইসলামের তৃতীয় খলিফা ছিলেন। তার উপরে মুনাফিকরা বিভিন্ন মিথ্যা অভিযোগ তুলেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এগুলো সব তাঁর নামে বানোয়াটি ষড়যন্ত্র ছিল। (ইমাম সুয়ূতী, তারীখুল খোলাফা)

হযরত আলী (ﷺ)'র ব্যাপারে আহলে সুন্নাতের আক্বীদা

হযরত আলী (ﷺ) একজন ফকীহ সাহাবী। তিনি সর্বপ্রথম অল্প বয়স্কেদের মধ্যে মুসলমান। হযরত আলী (ﷺ) এর মর্যাদা হলো রাসূল (ﷺ)'র পরে হযরত আবু বকর, উমরের পর এবং এমনকি হযরত উসমান (ﷺ)'র পরেই তার মর্যাদা। এটাই গ্রহণযোগ্য মত। বর্তমানে শীয়া এবং কিছু ভুয়া নামধারী সুফিরাও এর বিপরীত মত পোষণ করে থাকে। আল্লামা ইবনে কাসির বলেন- وَكَذَلِكَ عُثْمَانُ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ عَلِيٍّ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، -"হযরত উসমান (ﷺ)'র মর্যাদা হযরত মাওলা আলী (ﷺ)'র উপরে, এটাই আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের অভিমত।"[১৬২] ইমাম খালেদ বিন সালেম নিশাপুরী সুলাইমী (ওফাত.৪১২হি.) বলেন-

أبو الحسن يقولُ: عثمانُ بنُ عفَّانَ أفضلُ من عليِّ بن أبي طالبٍ باتِّفاق جماعةِ أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، هذا قولُ أهلِ السنةِ،

-"ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী () বলেন, হযরত উসমান (ﷺ)'র মর্যাদা হযরত মাওলা আলী (ﷺ)'র উপরে, এ বিষয়ে রাসূল (ﷺ)'র এক জামাত সাহাবিরা একমত পোষণ করেছেন এবং এটাই আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের অভিমত।"[১৬৩]

---

১৬০. আহমদ, আল-মুসনাদ, ৪/১২৬পৃ. হাদিস : ১৭২৭৫-৭৬, আবু দাউদ, আস্-সুনান :৫/১৩পৃ.হাদিস,৪৬০৭, তিরমিযী, আস্-সনান, ৫/৪৩পৃ. হাদিস : ২৬৭৬, ইবনে হিব্বান, আস্-সহিহ, ১/১৭৮পৃ. হাদিস : ৫, দারেমী, আস্-সুনান, ১/৫৭ পৃ, হাদিস- ৯৫, খতিব তিবরিযী, মিশকাত, কিতাবুল ইতিসাম, ১/৪৫ পৃ, হাদিস- ১৬৫, বায়হাকী, আস্-সুনানুল কোবরা, ১০/১১৪ পৃ, ও শুয়াবুল ঈমান, ৬/৬৭ পৃ, হাদিস- ৭৫১৫-৭৫১৫, বগভী, শরহে সুন্নাহ, ১/১৮১ পৃ, হাদিস- ১০২.

১৬১ .সুনানে তিরমিযি, ৬/৫০ পৃ, হাদিস:৩৬৬২ এবং হাদিস:৩৮০৫, সুনানে ইবনে মাযাহ, হাদিস : ৯৭,মুসনাদে আহমদ, হাদিস:২৩৩০৫, বায়হাকী, আস্-সুনানুল কোবরা, ৫/১২ পৃ, এবং ৮/১৫৩ পৃ. হাকেম নিশাপুরী, আল্-মুস্তাদরাক, ৩/৭৫পৃ,

১৬২ .ইবনে কাসির, বেদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮/২০৩পৃ.

১৬৩ .সুলামী, সাওয়ালাত লিল দারেকুতনী, ১/২৩৮পৃ. ক্রমিক.২৫৬

৩.হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রাঃ) ও হযরত শেরে খোদা মাওলা আলী (রাঃ)'র মাঝে যুদ্ধ হলো ইজতিহাদি ভূল সিদ্ধান্ত। কেননা হযরত আলী (রাঃ) এর ওফাতের পর হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রাঃ) কেঁদেছিলেন এবং তার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন যে, দুনিয়াতে একজন বিজ্ঞ ফকীহকে হারালাম। (ইবনে কাসির, বেদায়া ওয়ান নিহায়া) পীরানে পীর শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আক্বীদা বর্ণনা করেন এভাবে-

نتولاهم جميعا ولانذكر الصحابة الا بخير -"আমরা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাত সমস্ত সাহাবায়ে কিরামের প্রতি মুহাব্বত পোষণ করি এবং ওনাদেরকে প্রশংসার সাথে স্মরণ করি।"[১৬৪] আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন-

وان صدر من بعضهم بعض ما صدر فى صورة شر فانه كان عن اجتهاد ولم يكن على وجه فساد-

-"যদিওবা কতেক সাহাবা থেকেও সব বিষয়সমূহ প্রকাশ পেয়েছে যেগুলো বাহ্যতঃ দেখতে মন্দ মনে হয়। কিন্তু ওগুলো সব ইজতিহাদের কারণে ছিল ঝগড়া বিবাদের কারণে নয়। (শরহে ফিকহুল আকবার)

৪. সমস্ত সাহাবিরা সত্যের মাপকাঠি বা ন্যায়পরায়ণ ছিলেন।

সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম সত্যের মাপকাঠি ছিলেন। তারা প্রত্যেকেই আল্লাহ ও তাঁর স্বীয় রাসূলের পূর্ণাঙ্গ অনুসারী ছিলেন। কিছু বিষয়ে ইজতিহাদি ভুল সিদ্ধান্ত হতে পারে। মিশকাত শরীফে বাবে 'মানাক্বিবে সাহাবা' অধ্যায়ে রয়েছে,

عن عمر بن الخطاب قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ . رَوَاهُ رزين -"হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, **আমার সাহাবারা হল তারকা সদৃশ**। অতএব তোমরা তাদের যে কোন এক জনের হলেও অনুসরণ করবে, তাহলে হেদায়াত লাভ করবে।"[১৬৫] তাই সাহাবিরাই যদি সুপথপ্রাপ্ত না হন, তাহলে তাদেরকে যারা অনুসরণ করবে তারা কিভাবে সুপথপ্রাপ্ত হবেন? ***কবিরাহ গুনাহ এর দরুন কেই কাফের হবে না**

সালাফি তথা আহলে হাদিসরা এ বিষয়টি নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে, বিশেঃষত নামায নিয়ে। অথচ ইমাম যাহাবি (রহঃ) বলেন- هذا قول أهل السُّنَّة والجماعة-"এটাই আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আক্বিদা যে কবিরা গুনাহের দরুন (ফাসেক হবে) কেউ কাফির হবে না।"[১৬৬] ইমাম সুয়ূতী (রহঃ) বলেন- لِأَنَّ مَذْهَبَ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنْ لَا يَكْفُرَ أَحَدٌ بِذَنْبٍ

---

১৬৪ .শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী, গুনিয়াতুত ত্বালেবীন, ৮৫পৃ.

১৬৫ .ইমাম আবু রাজীন : তাজরীদ ফিল বাইনাস সিহহাহ : ১/২৮০ পৃ., খতিব তিবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ : কিতাবুল মানাকিব : হাদিস : ৬০১৮ এ হাদিস সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আমার লিখিত "প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন" এর ১ম খণ্ডের ২৩৪-২৪১ পৃষ্ঠা দেখুন।

১৬৬ .যাহাবি, তারীখুল ইসলামী, ২৯/১৭২পৃ. মাকতুবাতুল তাওফিকহিয়্যাহ, কাহেরা, মিশর।

-"আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মাযহাব হলো কেউ গুনাহে কারণে কাফের হয় না।"[১৬৭] আহলে হাদিসদের মুহাদ্দিস মোবারকপুরী বলেন-

وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَأَمَّا الْكَبَائِرُ فَلَا يُكَفِّرُهَا إِلَّا التَّوْبَةُ

-"ইমাম কাজী আয়ায (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর এবং আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মাযহাব হল কবিরাহ গুনাহের জন্য কেউ কাফির হবে না; যদিও তা তাওবা ছাড়া মাফ হয় না।"[১৬৮]

আউলিয়ায়ে কেরামের প্রতি বিশ্বাস ঃ

নবুওয়াত সমাপ্ত হয়েছে। এরপর কোন নবির সম্ভবনা নেই। কিন্তু বেলায়াত কিয়ামত পর্যন্ত থাকার ফলে হাজার হাজার ওলী হবেন।

১.ওলীদের কারামাত সত্য। আল্লামা ইবনে হাজার মক্কী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন-

كرامات الْأَوْلِيَاء حق عِنْد أهل السّنة وَالْجَمَاعَة خلافًا للمخاذيل الْمُعْتَزلَة والزيدية،

-"ওলীদের কারামাত সত্য, এটাই আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আক্বিদা। আর এর বিরোধীগণ বাতিল তথা মুতাযিলা, জায়েদিয়া, মুখাজেল ফিতনার অর্ন্তভুক্ত.....।"[১৬৯]

২.বেলায়াতের মূল হলেন নবি। কেননা একজন ব্যক্তি কোন নবির অনুসরণ ব্যতীত ওলী হতে পারেন না। ফলে যাঁর অনুসরণ করা হয়, তিনি অধিক মর্যাবান হবেন এটাই স্বাভাবিক। ইমাম ত্বাহাবী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন-

وَلَا نُفَضِّلُ أَحَدًا مِنَ الْأَوْلِيَاءِ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَنَقُولُ: نَبِيٌّ وَاحِدٌ أفضل من جميع الأولياء -"আমরা (আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অনুসারীরা) কোন ওলীকে নবির উপর ফযিলত তথা মর্যাদা দেইনা। আর আমরা বলি একজন নবি সকল ওলী হতেও অধিক মর্যাদাবান।"[১৭০]

৩. সমস্ত বেলায়াত প্রাপ্ত ওলীরা তাদের স্বীয় কবরে জীবিত রয়েছেন। এ বিষয়ে ইমাম সুয়ূতী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) তাঁর লিখিত "শরহে সুদূর' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

عَن عِكْرِمَة قَالَ قَالَ إِبْن عَبَّاس الْمُؤمن يعْطى مُصحفا فِي قَبره يقْرَأ فِيهِ -"মু'মিনকে তার কবরে কুরআন শরীফ দেয়া হয়। তথায় সে পাঠ করে।"[১৭১] তাই বলতে চাই, একজন মু'মিনের যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে অলীদের অবস্থা কিরূপ হবে?[১৭২]

---

১৬৭ .সুয়ূতি, ফাতওয়ায়ে হাদিসয়্যিাহ, ১/৩০২পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।
১৬৮ .মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজি, ৩/৩৭৭পৃ.
১৬৯ .ইবনে হাজার মক্কী, ফাতওয়ায়ে হাদিসিয়্যাহ, ১/৭৮পৃ. মাকতুবাতুল তাওফিকহিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।
১৭০ .ইমাম তাহাবী, আকিদাতুত তাহাবী, ১/৮৩পৃ.
১৭১.ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি ঃ শরহুস সুদুর ঃ ২৪০পৃ, তিনি ইমাম খাল্লালের "কিতাবুস সুন্নাহ" এর সূত্রে বর্ণনা করেন। এ বিষয়ে তিনি আরও অনেক হাদিস এনেছেন।
১৭২ এ বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি)'র হাদিস শাস্ত্রের উপর গভেষনামূলক গ্রন্থ শরহে সুদুর এবং আমার লিখা "প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন" ১ম খন্ডের ৫৪৪-৫৫০পৃষ্ঠা দেখুন।

***চার মাযহাবের ইমামদের প্রতি আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আক্বিদা ঃ**

এ বিষয়ে আহলে সুন্নাহ এর আক্বিদা হলো চার মাযহাব হক, সকলেই তাদের ইজতিহাদ অনুযায়ী ফাতওয়া প্রদান করেছেন। তাই তাদের দেয়া ইজতিহাদি বিভিন্ন মাসআলা মাসায়েলের সমাধান বা তাদের তাক্বলীদ অনুসরণ করা আমাদের জন্য ওয়াজিব। কিন্তু আকায়েদের ক্ষেত্রে সকল মাযহাব অভিন্ন। এ বিষয়ে আমি কিছুটা কিতাবের শুরুতে ফাতওয়ায়ে শামীর উদ্ধিতি দিয়ে আলোকপাত করেছি। চার মাযহাবের উপর ইজমা সংঘটিত হয়েছে। ইমাম শামসুদ্দীন যাহাবী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন-

لاَ يَكَادُ يُوجَدُ الحَقُّ فِيْمَا اتَّفَقَ أَئِمَّةُ الاجْتِهَادِ الأَرْبَعَةُ عَلَى خِلاَفِه

-"চার ইমাম যে বিষয়ে একমত হয়েছেন, সে বিষয়ের বিপরীত কোনো সত্য খুঁজে পাওয়া যাবে না।"[১৭৩] আহলে হাদিসদের ইমাম ইবনে তাইমিয়া এ প্রসঙ্গে বলেন-

وإن أراد: أني لا أتقيد بها كلها بل أخالفها فهو مخطئ في الغالب قطعا؛ إذ الحق لا يخرج عن هذه الأربعة في عامة الشريعة؛

-"কেউ যদি মনে করে যে, আমি চার মাযহাবের কোনোটিকেই অনুসরণ করব না, সে সুনিশ্চিতভাবে ভ্রান্তিতে নিপতিত রয়েছে। কেননা শরীয়তের অধিকাংশ মাসআলা বিশুদ্ধ ও হক্ব বিষয় এ চার মাযহাবে রয়েছে।"[১৭৪] আল্লামা যারকাশী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন-

الدَّلِيلُ يَقْتَضِي الْتِزَامَ مَذْهَبِ مُعَيَّنٍ بَعْدَ الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة -"দলিলের দাবি হলো, চার ইমামের পরে তাদের কোনো একটি নির্দিষ্ট মাযহাব অনুসারে চলা জরুরি।"[১৭৫]

ইয়াযিদ সম্পর্কে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের অভিমত ঃ

ইয়াযিদ কাফির হওয়া সর্ম্পকে বিভিন্ন চার মাযহাবের ইমামসহ ও অনেক আকায়েদের ইমামগণের মধ্যে মতপার্থক্য বিদ্যমান। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) সহ এক জামাত ইমাম তাকে কাফির[১৭৬] এবং লা'নত দেয়ার উপযোগী বলেছেন। ইমাম গায্যালী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ও তার সাথে কিছু ইমাম তাকে ফাসিক, যালিম বলেছেন। বর্তমান ডা. জাকির নায়েক এবং আহলে হাদিসরা তাকে ঈমানদার হওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের অধিকাংশ ইমাম তাকে কাফির ও লা'নত দেয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন; আর এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে আমার লিখিত *ডা. জাকির নায়েকের স্বরূপ উন্মোচন'* এবং প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন' ২য় খণ্ড দেখুন; সেখানে সবিস্তারিতভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। যেমন ইমাম মাহমুদ আলূসী বাগদাদী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) {১২৭০হি.}বলেন-

---

১৭৩ .যাহাবী, সিয়ারু আলামিন আন্-নুবালা, ৭/১১৭পৃ. মুয়াস্সাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবানন।

১৭৪ .ইবনে তাইমিয়া, আল-মুস্তাদরাক আ'লা মাজমাউল ফাতওয়া, ২/২৫০পৃ. (শামিলা), ইবনে তাইমিয়া, ফাতওয়ায়ে মিসরিয়্যাহ লি ইবনে তাইমিয়া, ৮১পৃ.

১৭৫ . যারকুশী, বাহারুল মুহিত ফি উসূলুল ফিকহে, ৮/৩৭৪পৃ.

১৭৬ .ইমাম আলূসী, তাফসীরে রুহুল মা'য়ানী, সুরা মুহাম্মদ, ১৩/২২৯পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রথম প্রকাশ. ১৪১৫হি.

আলমদিনা প্রকাশনী

হতে গ্রন্থনা ও সংকলনায় মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ বাহাদুরের রচিত বই

১০৫ মসজিদ মার্কেট (২য় তলা), আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। ০১৮১৯-৫১৩১৬৩

১. প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন (১ম. ২য়, ৩য় খণ্ড)
২. কিতাবুল বিদয়াত (তাখরীজ ও তাহকীক)
৩. আকাইদে এলমে গায়ব (এলমে গাইবের চূড়ান্ত ফয়সালা)
৪. মালফূজাতে আ'লা হযরত (তাখরীজ ও তাহকীক)
৫. আমি কেন মাযহাব মানব?
৬. আমলে নূর (তাখরীজ ও তাহকীক)
৭. আমলে আউলিয়া (তাখরীজ ও তাহকীক)
৮. আমলে আলো (তাখরীজ ও তাহকী
৯. ডা. জাকির নায়েকের স্বরূপ উন্মোচন
১০.আহ্‌লে-হাদিসদের স্বরূপ উন্মোচন
১১. রাসূল (সা:)'র নূরের সৃষ্টি নিয়ে বিভ্রান্তির অবসান
১২. রাসূল (সা:)'র মেরাজ
১৩. কুরআন ও সুন্নাহ্‌য় শব-ই-বরাত
১৪. কুরআন ও সুন্নাহ্‌য় শব-ই-কদর
১৫. পৃথিবীর সবচেয়ে ভূয়া তাকীককারী আলবানীর স্বরূপ উন্মোচন
১৬. সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ
১৭. হেফাজতে ইসলামের মুখোশ উম্মোচন
১৮. রফ্‌'এ-ইয়াদাইন সংক্রান্ত সমাধান
১৯. নামাযে নাভির নিচে হাত বাধার বিধান
২০. জানাযার নামাযের পর দোয়া
২১. ইলমে-তরিকত (তাসাওউফ শিক্ষার গুরুত্ব)
২২. গেয়ারভী-শরীফ ও তার ইতিহাস
২৩. ইসলাম এবং প্রচলিত তাবলীগ জামাত
২৪. আযানের আগে ও পরে সালাত ও সালাম
২৫.এ যুগের বাতিল ফির্কা এবং আহ্‌লে-সুন্নাত ওয়াল জামাত
২৬. রাসূলের 'হাযির-নাযির' নিয়ে বাতিলদের গাত্রদাহ কেন?
২৭. কুরআন ও সুন্নাহ্‌য় নবী-পাকের শাফাআত
২৮ শরীয়তের দৃষ্টিতে মীলাদ-কেয়াম
২৯. শরীয়তের দৃষ্টিতে আউলিয়ায়ে-কেরামগণের যেয়ারতে সফর
৩০. কোরআন-সুন্নাহ্‌র আলোকে ঈদে-মীলাদুন্নবী মুসলমানদের সেরা ঈদ
৩১. হানাফী ও আহ্‌লে-হাদিসদের ২৫টি মাস্‌আলার বিরোধ মীমাংসা
৩২. আহ্‌লে-হাদিসদের রোষানলে ইমাম আবু হানিফা [রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু]
৩৩. কোরআন-সুন্নাহ্‌র আলোকে আউলিয়ায়ে-কেরাম
৩৪. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওজা-পাক যেয়ারতের হাদিস নিয়ে আহ্‌লে-হাদিসদের বিরোধের দাঁতভাঙ্গা জবাব
৩৫. শরীয়তের দৃষ্টিতে ফাতিহা কী ও কেন?
৩৬. ফরয নামাযের পর মুনাজাত
৩৭. তাকবীলুল-ইবহামাইন : নবী-পাকের নাম মোবারক শুনে দুই বৃদ্ধাঙ্গুলিতে চুমু খাওয়া
৩৮. কোরআন-সুন্নাহ্‌ উসিলা নিয়ে কী বলে?
৩৯. ওরস কী ও কেন?
৪০. কোরআন-সুন্নাহ্‌র দৃষ্টিতে আহ্‌লে-বাইত
৪১. শব্দার্থ আল কোরআন